সর্ব্বদেবেভ্যোঃ নমঃ।

# বৃহৎ তরজার লড়াই।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অর্থাৎ

নানাবিধ পুরাণ শাস্ত্র ও কাব্য সম্বলিত পদ্যছন্দে

মহাকবি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দাস সাঁতরার দ্বারা

প্রণীত

শ্রীযদুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের

জেনারেল প্রিন্টিং প্রেসে মুদ্রিত।

৬৮ নং ৺ নিমাইচাঁদ গোস্বামীর লেন।

সন ১২৮০ সাল।

মুল্য ৷৷৵০ দশ আনা।

## সূচীপত্র

# বৃহৎ তরজার লড়াই।

## দ্বিতীয় খণ্ড।

### সর্ব্ব দেব বন্দনা।

বন্দ প্রভু সর্ব্ব জ্ঞানদাতা মহেশ্বর। তন্ত্র আদি দেবগুরু শিব দিগাম্বর ॥ বন্দ দেব নারায়ণ মুক্তির কারণ। যাঁহার শরণে ভববন্ধ বিমোচন ॥ বন্দ দেব বিধাতা বিখ্যাত যার নাম। অনাদি অনন্ত প্রভু না হইও বাম ॥ বন্দ দেব ভাস্কর ব্রহ্মাণ পরাৎপর। সর্ব্ব দিক শোভা করে ব্রাষ্ট্র চরাচর ॥ বন্দ দেব হুতাশন যাহার কারণ। যজ্ঞ সব পূর্ণ করে যত দেবগণ ॥ বন্দ গঙ্গা বিশ্বমাতা ত্রিলোক তারিণী। হরি-পদে উদ্ভব মর্ত্ত্যে সুরধুনী ॥ বন্দিলাম বরুণ দেব শুন সর্ব্ব জন। বন্দিলাম কুবের আর ঈশান পবন ॥ বন্দিলাম তা-হার পরে দিক্‌পালগণে। বন্দিলাম ভক্তিভাবে যত মুনি গণে ॥ বন্দ নবদ্বীপে অবতার গৌরহরি। প্রকাশিলে সং-কীর্ত্তনে জীবে কৃপা করি ॥ গুরুপদ বন্দিলাম সংসারের সার দিব্য চক্ষু দিল গুরু মূল কর্ণধার ॥ সর্ব্ব দেবময় গুরু শিবের বচন। গুরু হইতে অধিক না হয় কোন জন ॥ আগে গুরু পশ্চাতে অবশ্য দেব জানি। অতএব তাহার জন্য গুরু শ্রেষ্ঠ

মানি ।। অভীষ্ট হইলে কৃষ্ট গুরু আজ্ঞা করে। গুরু কৃষ্টে নষ্ট স্পষ্ট বলে যাই তোমারে ॥ সিরশী সহস্র দলে গুরুর চরণ । পরাৎপর বস্তু ভবে যে করে তারণ ॥ বন্দ গ্রহ যোগ তিথি নক্ষত্র করণ । যত প্রেত রুদ্র ভদ্র ভৈরব চরণ ।। দিবা সন্ধ্যা নিশি সিন্ধু বন্দিলাম এখন । নদ নদী অপ্সরা বিদ্যাধরী যত জন ।। যোগিনী ডাকিনী বন্দ জলদ সাগরে । বন্দিলাম মনসা মাতৃকা অতঃপরে ।। বন্দ দিক দশ মহাবিদ্যা অবতার । দেব দেবীগণ যত বন্দিলাম এবার ।। যাড়ে তিন কোটি তীর্থ করিলাম বন্দন । চতুর্দ্দশ মুনি ঋষি আর যোগীগণ ।। বন্দ কবি বেদব্যাস বাল্মীক চরণে । তাহার পরে বন্দিলাম বন্ধু যত জনে ।। বন্দনা করিতে যদি দেবতা এড়ায় লক্ষ লক্ষ প্রণাম করি সেই দেবের পায় ॥ এক্ষণেতে বন্দনা মোর সাঙ্গ হয়ে গেল। আবাল বৃদ্ধ সভাসহ হরি হরি বল ।।

---

রাম রাবণের সাট ।

বৃন্দের পিতার নামের জবাব ।

আমি রাবণ রাজা মহাতেজা জানে সর্ব্বজন। বাহুবলে জিনেছি হে এতিন ভুবন ।। ব্রহ্ম রাক্ষস বলে আমায় কল্লে উপহাস । বৈকুণ্ঠেতে ছিলেম আমি স্বয়ং বিষ্ণুর দাস ।। জননী রাক্ষসী মম ব্রাহ্মণ মম পিতা। প্রপিতামহী ছিল মম ব্রহ্মার দুহিতা ।। বিদ্যুৎ বরণী তিনি ব্রহ্মার কুমারী । ও

তার ব্রহ্মশাপে পতি হইল রাক্ষস দুরাচারী ॥ সুকেশ নামে তার গর্ভে পুত্র জন্মাইল। পর্ব্বতে ফেলিয়া শিশু দেশান্তরে গেল ॥ পর্ব্বতে পড়িয়া শিশু করেন রোদন। শিব দুর্গা সেই স্থানে করেন গমন ॥ হৈমবতী দেখে তারে কৃপা করে ছিল। শিব বরে সেই পুত্র মহাধীর হলো ॥ অঙ্গার নামে গন্ধর্ব্ব যে ছিল এক জন। তাহার কন্যা বিভা কৈল অতি বিচক্ষণ ॥ পতি সঙ্গে সহবাসে থাকে দুই জন। ক্রমেতে জন্মিল তার তিনটী নন্দন ॥ তিন পুত্র কিবা নাম সভামাঝে বলি। সুমালি আর মাল্যবান আর হইল মালি সেই মাল্যবানের কন্যা হয় আমার জননী। তাহার পুত্র রাবণ আমি পরম সন্ধানি ॥ আমার বাণের জোরে স্বর্গপুরে ইন্দ্র করে শঙ্কা। আমি কুবের জিনে কেড়ে নিলাম কনক পুরী লঙ্কা ॥ আমি বায়ু বরুণ কুবের জিনি দেব পুরন্দর। হুতাশন সমন জিনি দ্বাদশ ভাস্কর ॥ আমায় দেব শনি নিত্য আসি বস্ত্র কাচি দেয়। পূর্ণিমার চন্দ্র আসি নিত্য উদয় হয় দেখ যমরাজা মহাতেজা ঘোড়ার ঘেসেড়া হলো। অগ্নি আসি আমার গৃহে রন্ধন করিল। দুয়ারেতে দ্বারী আমার ছিলেন অরুণ। মন্দির মার্জ্জনা করে পবন বরুণ ॥ আমার লঙ্কায় নাহিক শঙ্কা মহামায়া রয়েছে। আমার মতন এসংসারে দিগ্বিজয় কে আছে ॥ সকল দেবতায় আমি করিয়াছি জয়। তোমায় জয় করে যাব দশরথ তনয় ॥

আজ বলে ছলে সভাস্থলে করে যাব জয়। কেমন করে জিন্‌বে আমায় দেখ্‌ব দয়াময়॥ ব্রহ্ম রাক্ষস ব্রাহ্মণ পুত্র মিথ্যা কথা নয়। তোমার ভগ্নীপতি হয়ে কিন্তু তোমার জন্ম দেয় বিভাণ্ডকের পুত্র দেখ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। অযোধ্যায় আসি দু-ভাগ চরু করেন তিনি॥ ভাল জন্ম হলো তোমার মা খেয়েছে চরু। বাবা বলে ডাক্‌বে কারে বুদ্ধি তোমার সরু দশরথ তোমার পিতা কেমন করে হলো। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তোমার জন্ম দিয়ে ছিল॥ আমি যেমন কি তুই যেমন এই-বার জানা যাবে। এম্নি ধারা পরিচয় দিতে আমায় হবে॥ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্ম দিল মিথ্যা কথা নয়। আমি রাবণ রাজা মহাতেজা রাষ্ট্র জগতময়॥ বেটা আমার মতন এমন ছেলে বল কেবা আছে। নিজে যেমন হয়ে বেটা আমারে বল্‌-ভেছে॥ বেটা গুণের গুণি মহাজ্ঞানি মিথ্যা কথা নয়। আর একটী কথা কিছু শুন মহাশয়॥ রাজার ছেলে হয়ে বেটা যুদ্ধ চুরি করে। অন্যায় যুদ্ধ করে বেটা বালি রাজা মারে॥ চোরা বাণে কি কারণে বালিরে মারিলে। তার শাপে মনস্তাপে অতি কষ্ট পেলে॥ বালি বধে সুগ্রীবেরে তারা সতী দিলে। ধর্ম্ম জ্ঞান নাইক তোমার এমন কর্ম্ম করিলে॥ ও সব কথা আজ হেথা নাহিক প্রয়োজন। চাপান দিয়ে গেছ তাহার শুন বিবরণ॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে বৃন্দের পিতার কথা। বেদে গাঁথা নয় অন্যথা বলে যাব যথা॥

ব্রহ্মার পুত্র জাম্বুবান মিথ্যা কথা নয়। তাহার কন্যা মহা ধন্যা বৃন্দে সতী হয় ॥ শঙ্খাসুর দেখ তারে বিবাহ করিল। কৃষ্ণ শাঁপে তুলসী হয়ে নারায়ণ পাইল ॥ এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে যায়। আমার একটী কথা কিছু শুন মহাশয় ॥ দেবের দেব মহাদেব দেব ত্রিলোচন। মহাদেবের জন্ম কথা কহ বিবরণ ॥ কাহা হইতে মহাদেবের জন্ম হয়ে ছিল। কিবা নাম ধরে সেই সভার মাঝে বল ॥ যদি বল শক্তি গর্ব্ভে শিবের জন্ম হলো। সে কথাটি ঈশ্বর চন্দ্র নস্যাৎ করে গেল ॥ ঈশ্বর বলে সভাস্থলে জবাব ইহার চাই। হরি হরি বল সবে বিদায় হলেম ভাই ॥

বন্দনা।

দেব ত্রিপুরারি প্রণাম করি বন্দ বোবম ভোলা। রাম নাম জপেন সদা শ্মশানে একেলা ॥ বন্দ অর্দ্ধচন্দ্র লাগায় ধন্ধ ললাট উপরে। কিবা শোভা মনোলোভা ত্রিনয়নী ধারে বন্দ ধূতুরা ফুলে সভাস্থলে বন্দ তিন ফণি। তাহার উপর বিরাজ করে আপনি সুরধুনী ॥ বন্দ হাড়মালে দোলে এক শত আট নাম। যে করেছে দেহ পালট বসে প্রভুর বাম ॥ বন্দ আকন্দ ফুল নহে বাবু ভুল মিথ্যা কথা নয়। কোন রাজার ছেলে গলে দোলে কিবা শোভা পায় ॥ বন্দ শিঙ্গা ডম্বুর বাজায় শম্ভু কৈলাস শিখরে। রাম নামে নৃত্য করে

দেখ গিরিপুরে ॥ বন্দ ত্রিশূলেরে সভা ভিতরে বন্দিলাম এখন। যে ত্রিশূলে ব্রহ্মার মাথা কাটে ত্রিলোচন ॥ বন্দ সিদ্ধির ঝুলি সভায় বলি আঁখি ঢুলু ঢুল। ভাং খেয়ে মত্ত হয়ে মজায় কুচনীর কুল ॥ বন্দ বাঘাম্বর দিগাম্বর করেন ধারণ। বাঘমূর্ত্তি হয়ে ছিলেন আপনি ত্রিলোচন ॥ বন্দ বৃষোপরে বিরাজ করে শঙ্কর শঙ্করী। কিবা শোভা গম্ভিরিতে আহা মরি মরি ॥ বন্দনা করিতে অনেক রাত্র হয়ে যায়। একে একে বলি আমি শুন সমুদয় ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত বন্দনা ফুরাল। দুবাহু তুলে বন্ধু সকলে হরি হরি বল ॥

## মহাদেবের জন্মের জবাব ।

রাবণ রাজা মহাতেজা দর্প করে গেল। বলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তোদের জন্ম দিয়ে ছিল ॥ ওরে সামান্যে কি আমার জন্ম শুন রাক্ষসা বলি। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে সভার লোক হাসালি ॥ আমার জননী রাজরাণী দশরথ গৃহিণী। তারা যজ্ঞ করে চরু খেলে দেখ তিন রাণী ॥ কৌশল্যার গর্ব্ভেতে আমার জনম হইল। কৈকেয়ীর গর্ব্ভে ভরত আসি জনম লইল সুমিত্রা জননী আমার দুই অংশ পেয়েছে। সেই দুই অংশে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন জন্মেছে ॥ সেই তিন গর্ব্ভে চারি জন জনম হইল। আমার পিতা দশরথ কোলে তুলে নিল ॥ আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি দীক্ষা করাইল। ধনু বিদ্যা আদি

করি শাস্ত্র পড়াইল ॥ তাহার পরে বিশ্বামিত্র মুনি যে আসিল। দুই ভাই সঙ্গে করি আশ্রমে চলিল ॥ তাড়কা রাক্ষসী এক সেই স্থানে ছিল। আমার বাণে সেই বনে ভস্ম হইয়া গেল ॥ তাহার পরে মুনি সঙ্গে সুবাহু বধেছি। সেই স্থানে মারিচেরে জব্দ করে দিছি ॥ সেইখান হতে বিশ্বামিত্র সঙ্গে লয়ে যায়। দেখি পতি শাপে আছে সতী পাষাণ হৃদয় ॥ গৌতমের ভার্য্যা তিনি মিথ্যা কথা নয়। আমার পদ ঠেকে তিনি উদ্ধার হয়ে যায় ॥ তাহার পরে বিশ্বামিত্র দুই সহোদরে। উপনীত হইল গিয়া মিথিলা নগরে ॥ দেখ শিবদত্ত ধনুক এক মিথিলায় ছিল। সেই ধনুক ভাঙ্গতে সেথা রাবণ বেটা গেল ॥ ওরে তিন ঢেমনে ঘর যার সাধ্য কি সে পারে। ওরে জাননারে স্বয়ং লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥ অপমান হয়ে বেটা লঙ্কাপুরে গেলি। যত ক্ষমতা আছে তোর দেখেছি সকলি ॥ ওরে আমার ক্ষমতার কথা কিছু শুন্‌রে বলি তোরে। ধনুক ভাঙ্গিতে সীতা দান করিল মোরে ॥ চার কন্যা কৈল দান জনক রাজন। উর্ম্মিলা করিল বিভা অনুজ লক্ষ্মণ ॥ ভরতে মাণ্ডবি কন্যা দান যে করিল। সতকীর্ত্তি নামে কন্যা শত্রুঘ্নে দিল ॥ বিভা করি চলিলাম অযোধ্যার পথে। দৈবযোগে দেখা হইল পরুশুরামের সাতে ॥ তাহার দর্প চূর্ণ করি অযোধ্যায় যাই। শাস্ত্রের কথা [illegible] অন্যথা তোমা

দের জানাই॥ এইবার তোমার জন্মের কথা দিব পরি-
চয়। রাক্ষস গর্ব্ভে জন্মে বেটা ব্রাহ্মণ কব্‌লায়॥ ভাল
কোন রাজার সঙ্গে বল নিকষা বুড়ী ছিল। ব্রাহ্মণ ছেড়ে
রাক্ষস ছেড়ে রাজা খেতাব হলো॥ আমি যেমন কি তুমি
যেমন দেখ্ বেটা মনেতে। কয় জেতে ঘর হলো বেটা বলে
যা সভাতে॥ খাটি খাটি পরিপাটী এসব কথা চাই। পড়েছ
আমার হাতে নিস্তার পাবে নাই॥ দিগ্বিজয় করে বেড়ায়
জানে সর্ব্ব জন। তোমার তরজার দিব জবাব শুনে যাও
এখন॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে মহাদেবের কথা। বেদে
গাঁথা নয় অন্যথা বলে যাব যথা॥ শক্তি গর্ব্ভে মহাদেবের
জনম হইল। সভার কাছে ঐ কথাটী নস্যাৎ করে গেল॥
কোন জন মহাদেবে জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক
যথার্থ শুনগো সকল॥ গোলোকে থাকিয়া প্রভু সৃষ্টি প্রকাশ
করে। বাম পার্শ্বে সৃজিলেন দেখ মহেশ্বরে॥ পঞ্চমুখ
দেখ তার হইল দিগাম্বর। কিবে ছটা রূপের ঘটা মাথায়
জটা ভার॥ ত্রিনয়ন হইল ত্রিশূল দিল করে। সকলের
গুরু জিনি এতিন সংসারে॥ মৃত্যুপতি হয় সদাশিব মৃত্যুঞ্জয়
মহাজ্ঞান দাতা মহাজ্ঞানী যারে কয়॥ ব্রহ্মতেজে তেজো-
ময় বৈষ্ণব প্রধান। করযোড়ে কৃষ্ণে স্তব করেন ঈশান॥
আজ্ঞা পায়ে নারায়ণে করিয়া সম্ভাষ। রত্ন সিংহাসনে
বসিলেন কৃত্তিবাস॥ মহাদেবের জন্ম দেখ দিলেন নারায়ণ।

খাটি খাটি পরিপাটী শুন বিবরণ ॥ দিলেম জবাব অহে নবাব শুন্‌লে সর্ব্ব জন। একটি শাস্ত্রের কথা বলে যার জবাব দেও এখন॥ ছেলে বেলা লেখা পড়া সকলে করেছে। শতকের দশ কথা কিছু বলি দশের কাছে॥ এক চন্দ্র কোন চন্দ্র জিজ্ঞাসি তোমারে। দুই পক্ষ কোন্‌ কোন্‌ পক্ষ বলিবে আমারে॥ তিন নেত্র কাহার নেত্র কহত দেখি শুনি। চার বেদ কোন্‌ কোন্‌ বেদ কহিবে আপনি॥ পঞ্চবাণ কোন্‌ কোন্‌ বাণ বুঝিতে না পারি। ছয় ঋতু কোন্‌ কোন্‌ ঋতু কহ শীঘ্র করি॥ সপ্ত সিন্ধু কোন্‌ কোন্‌ সিন্ধু বলে যাও আশরে। অষ্টবসু কোন্‌ কোন্‌ বসু জিজ্ঞাসি তোমারে॥ নব গ্রহ কোন্‌ কোন্‌ গ্রহ কহতো দেখি ভাই। দশ দিকের কথা আমি শুন্‌ব তব ঠাঁই॥ শতকের দশ কথা বাবু জবাব দিতে হবে। শাস্ত্রের কথা নয় অন্যথা বুঝে পড়ে লবে॥ এইবারেতে আশর হতে বিদায় হয়ে যাই। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল হরি বল ভাই॥

## শতকের দশ কথার জবাব।

রঘুপতি আজ সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করে যাই। তোমার হেমলতা ভগ্নীর কথা তোমারে জানাই॥ তোমাদের বড় ঘরে ছোট কথা ঘটিল বিষম দায়। তোমার জ্যেষ্ঠাভগ্নী কুলের কামিনী অঙ্গদেশে যায়॥ লোমপাদ রাজা ছিল

ত্রিজগতে জানি। তোমার ভগ্নী হয়ে হলো তাহার নন্দিনী ॥ যুবকাল হইল তার বিভা নাহি হলো। আইবড়তে তোমার ভগ্নীর কমল ফুটেছিল ॥ তোমার ভগ্নীর কথা আজ হেথা রাষ্ট্র হয়ে যায়। পুরাণেতে আছে লেখা না কহিলে নয় ॥ তোমার বাপ লোমপাদ সত্য করেছিল। তার জন্য তোমার ভগ্নী সেই স্থানে গেল ॥ আইবড়তে দেখ তার কমল ফুটিল লোমপাদ রাজ্যে তখন অনাবৃষ্টি হলো ॥ সশ্য আদি নাহি হলো ভাবেন প্রজাগণ। কিসেতে বাঁচিবে প্রাণ বল হে রাজন ॥ ভাবনা করিয়া রাজা মন্ত্রণা করিল। বিভাণ্ডকের পুত্র আন্তে রাজাজ্ঞা হইল ॥ লুচীর পাতা মণ্ডার ফল বৃক্ষ যে করিল। চিনীরপানা জল করি নৌকাতে তুলিল ॥ কতকগুলি যুবা নারী নৌকা বেয়ে যায়। যে দেশেতে ঋষ্য-শৃঙ্গ উপনীত তথায় ॥ ছলে বলে যুবতীরা ভুলাইল তারে। রঙ্গ রসে আসে সবে নৌকার উপরে ॥ কত বুঝাইয়া তারে নৌকাতে তুলিল। লোমপাদ রাজ্যে আসি উপনীত হলো ঋষ্যশৃঙ্গে দেখি রাজা বড় খুসি হয়। তোমার ভগ্নীকে রাম বিভা তারে দেয় ॥ তোমার ভগ্নীকে যদি মুনি বিভা কৈল তাহার পরে তোমার জন্ম সেই মুনি দিল ॥ মিথ্যা কথা নয় মহাশয় মিথ্যা কথা নয়। আদ্যকাণ্ডে আছে ইহা দেখ সমুদয় ॥ আবার একটী কথা রাম মনে পড়ে গেল। তোমার বাপ পরশুরামের ধনুক বয়ে ছিল ॥ সেই পরশুরামের ধনুক

য়ে টাক পড়ে গিয়েছে। টাকপড়ার ছেলে এসে তরজা য় গাইতেছে॥ ক্ষত্রি হয়ে এমন কর্ম্ম কেবা করে ছিল। অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু তোর পিতা মারিল। অন্ধের পুত্র মরে তোর বাপের কিবা হলো। অন্ধমুনি তোর বাপে অভিশাপ দিল॥ সেই শাঁপেতে তোর বাপ বাসিমড়া হয়েছে। আতবচাল পেলে নাকো বালির পিণ্ড খেয়েছে পুত্র হয়ে পিতার কার্য্য যে বেটা না করে। এমন জন্ম জন্মে ছিলি কেন তার ঘরে॥ পুত্র হয়ে পিতার কার্য্য নাহিক করিলি। তারি জন্য ঢেম্‌না ছেলে সভার মাঝে বলি॥ তোদের জন্মের ধারা চমৎকারা কত আর বলিব। সাত ঢেমনে ঘর তোদের কত বুঝিয়ে যাব॥ জেনেছি জেনেছি রাম জেনেছি হে ভাল। একটী শাস্ত্রের কথা বলি হেথা শুনহ সকল॥ স্বয়ং ব্রহ্ম রাম নাকি পুরাণেতে শুনি। এসেছ আমার কাছে রণ করিতে তুমি॥ রাম রাবণের হবে যুদ্ধ অতি বিচক্ষণ। কেবা হারে কেবা জিনে দেখ্‌বে সর্ব্ব জন॥ শুন শুন ওহে রাম শুন বিবরণ। শতকের দশ কথার জবাব দিয়ে যাই এখন॥ এক চন্দ্র উদয় হয় গগণ মণ্ডলে। দুই পক্ষ শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ বলে॥ তিন নেত্র শিবের নেত্র মিথ্যা কথা নয়। চারি বেদের কথা কিছু শুন সমুদয়॥ সাম যজু-ঋক অথর্ব্ব চারি হয়। পঞ্চ বাণ মদনের জানিবে নিশ্চয় ছয় ঋতুর কথা কিছু শুন সর্ব্ব জন। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ

বলে যাই এখন।। শিত হেমন্ত বসন্ত আর কহি সভার কাছে। গ্রীস্ম বরষা শরৎ ঋতু ছয় আছে ।। সপ্ত সিন্ধু কোন কোন সিন্ধু শুন বলে যাই। দধি দুগ্ধ ঘোল ঘৃত লবণ সমুদ্র ভাই ।। ক্ষীরোদ আর মধু দেখ সপ্ত সমুদ্র হলো। অষ্ট বসু গঙ্গার পুত্র জানিবে সকল ।। ধপ ধ্রুপ সম অহ অনিল অনল। প্রত্যুষ প্রভাত অষ্টবসু যে লিখিল ।। নবগ্রহের কথা আমি কহি সভার স্থানে। রবি সোম মঙ্গল বুধ জানে সর্ব্ব জনে ।। বৃহস্পতি শুক্র আর শনি দেখ হয়। রাহু কেতু নবগ্রহ শাস্ত্র মতে কয় ।। দশ দিগের কথা বাবু এবারে বলিব। খাটি খাটি পরিপাটী জবাব দিয়ে যাব ।। পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ চারিদিগ হয়। নৈঋর্ত ঈশান বায়ু অগ্নিদিক চারি কয়।। স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি করি দশ দিক লিখিল শতকের দশ কথা মহাশয় জবাব হয়ে গেল ।। শুন শুন ওহে রাম শুন বিবরণ। দেবের দেবতা হন দেব নারায়ণ ॥ নন্দের নন্দন কৃষ্ণ জানে সর্ব্বজন। হেন অনাচার কর্ম্ম কৈল কোন জন ।। কৃষ্ণের মস্তকে কেবা পদাঘাত করিল। তার কোথায় ধাম কিবা নাম সভার মাছে বল ।। বৃন্দে তুলসী বল্‌তে মনের মধ্যে ছিল। তাহা নয় মহাশয় আর কেবা বল যদি বল শ্রীরাধাকে মস্তকে করেছে। নস্যাৎ করে যাই গো আমি বলি দশের কাছে ।। ঈশ্বরচন্দ্রের দোষ নাই শুন গো ভবানী। অন্তিমকালে দিও আমায় চরণ দুখানি ।।

ইহার জবাব দিবে প্রাণ যুড়াবে শুন্‌বে সর্ব্ব জন। ঢুলি দাদা বাঁজাও ঢোল বিদায় হই এখন॥

### শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে পদাঘাতের জবাব।

দশরথ পুত্র আমি অজ রাজার নাতি। সূর্য্যবংশে জন্ম আমার জগৎ খেয়াতি॥ পিতার সত্য পালিবারে বনেতে এসেছি। পঞ্চবটীর বনে আসি বাস করে আছি॥ সঙ্গেতে জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ। কিছুকাল করি বাস বনে তিন জন॥ কিছুকাল সেই বনে করিলাম বসতি। উপনীত হইল সূর্পণখা মায়াবতী॥ তোমার ভগ্নী গেল সেথা মিথ্যা কথা নয়। একে একে আমার কাছে শুন সমুদয়॥ শুরূপ সমান নোক সূর্পণখা নাম। জানে কত নানা মায়া রঙ্গ রসে ঠাম॥ ছুড়ি আসি মধুর বাক্যে পুরুষ ভুলায়। চর্ম্ম বেশে বনে বনে ফিরে সর্ব্বদয়॥ মনের মতন পুরুষ পেলে আলি-ঙ্গন করে। কুচ্ছিত পুরুষ হলে পেটের ভিতর ভরে॥ এই-রূপে নানা ছলে করেন ভ্রমণ। জিনিয়া উর্ব্বশী রম্ভা রূপ সুলক্ষণ॥ আমারে দেখিয়া ছুড়ি হাসিয়া হাসিয়া। খুলে খালে বলিলেন লজ্জা তেয়াগিয়া॥ আমারে করিবে পতি এই ছুড়ির মন। নিকটে বসিল আসি সহাস্য বদন॥ সদা কয় মিষ্ট কথা কুলটার ধর্ম্ম। কত ছলে কত বলে কে বুঝে তার মর্ম্ম॥ আলু থালু হয়ে ছুড়ি আমারে জানায়। কোথা তোমার বাড়ী প্রাণ বলনা আমায়॥ জিজ্ঞাসীল পরিচয়

ছল করে আমারে। কি জন্য এসেছ তোমরা বনের ভিতরে॥ কাননে রমণী সহ কিসের কারণ। দেখিতেছি এক নারী পুরুষ দুই জন॥ ছুড়ি কাচলি আটা জুল্পি কাটা কত সাজ সেজেছে। কামে মত্ত হইয়া ছুড়ি ঘুরিয়া পড়তেছে॥ রূপসী রাক্ষসী তোর ভগ্নী ছুড়ি ছিল। লক্ষ্মণ আসিয়া তার নাক কাণ কাটিল॥ কামের জ্বালা নিবারিতে যুড়াতে জীবন। নাকের জ্বালায় ছুটে পালায় ভাবে মনে মন॥ নাক কাণ কাটা গেল খাঁদা ছুড়ি হলো। খাঁদা নাকে নোলক দেয় সাজে নাক ভাল॥ যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল লক্ষ্মণ দিয়েছে। এমন ধারা তোমার ভগ্নী কতকগুলি আছে॥ পতি ছেড়ে বনে বনে ফেরে দিবানিশি। মায়াতে মাতিয়া বেড়ায় যেন কাল শশি॥ আমার ভগ্নী মুনি পুত্র বিভা যে করিল। এমন করে নাক কাণ কেবা কেটে ছিল॥ আমার ভগ্নী পরম সতী মুনি কুলে আছে। তোমার ভগ্নী কত লোকে ধরিয়া খেতেছে॥ আর এক ভগ্নী তোমার না কি মধুদৈত্য নিল। কয় জেতে ঘর বেটা শীঘ্র করে বল॥ তোমার জন্ম আইবড়তে তাহা আমি জানি। আমার কাছে চেম্না পনা আর কোরনা তুমি॥ আর কি অধিক কব তোরে শুন্‌রে বেটা বলি। এসেছি তোমাদের আমি দিতে জলাঞ্জলি॥ শুন শুন শুন বেটা শুন বিবরণ। একটা শাস্ত্রের কথা বলি হেথা মন দিয়া শুন॥ যে কথা বলেছ তুমি মিথ্যা

কথা নয়। তোমার জবাব দিব প্রাণ যুড়ায় শুন মহাশয়।। জিজ্ঞাসা করেছ মোরে শ্রীকৃষ্ণের কথা। শাস্ত্রে আছে নয় মিছে বলে যাব যথা।। কৃষ্ণের মস্তকে কেবা পদাঘাত করিল। বিন্দে তুলসী আমায় অগ্র্যাৎ করে গেল।। রাধিকার কথা মহাশয় বাদ দিয়ে গিয়েছে। খাটী খাটী পরিপাটি বলিব দশের কাছে॥ শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়। কহিল গোবিন্দ প্রতি করিয়া বিনয়॥ পীতামহ করিলেন সমস্ত নিধন। এবে কি উপায় করি কহ নারায়ণ॥ অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর। অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর।। তীর্থপর্য্যটনে আমি যাইলাম যখন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকা ভুবন।। সুগন্ধি কণক পদ্ম গন্ধ মোনহর। সত্রাজিত সুতাকে দিলেন দামোদর।। দেখিয়া হইল মুগ্ধ রুক্মিণীর মন। শরীর ত্যজিব হেন করিলেন পণ।। রুক্মিণীর বাক্য শুনি দেব নারায়ণ। আমারে করিল আজ্ঞা পুষ্পের কারণ।। আমি কহিলাম পুষ্প আছে কোন স্থানে। হরি কহিলেন আছে কদলী উদ্যানে।। সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ অর্জ্জুন লইল। কদলী উদ্যানে গিয়া উপনীত হলো।। ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে পুষ্প মনোহর। রক্ষক চারিটী আছে মরকট বানর॥ পুষ্প তুলিবারে আমার মন যে হইল। দেখিয়া তাহারা মোরে নিষেধ করিল॥ না শুনিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে। অর্জ্জুনে ধরিতে তারা গেল চারি

জনে ॥ হনুমানে কহিলেন শুন সমাচার। আমারে আসিয়া তোমরা ধরিলে সত্বর ॥ হনু বলে দেবগণ আসিতে না পারে। কোন সাহসে কিরাত চোর আইলি ভিতরে ॥ এত বলি দুই জনে তর্ক যে বাধিল। দুই জনে গালাগালি তখন হইল ॥ ক্রোধে হনু বলে শুন কিরাত অধোম। নাহি জান কেমন ছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ সমুদ্র বান্ধিয়া রাবণ বিনাশ করিল। তাহার পূজার পুষ্প তুলিলে সকল ॥ অর্জ্জুন কহেন তখন শুনহ বচন। গাছ পাথর দিয়া সিন্ধু করিলে বন্ধন ॥ বাণে বাণে সমুদ্রকে বান্ধিবারে পারি। পাণ্ডব পুত্র বৃথা আমি অর্জ্জুন নাম ধরি ॥ হনু বলে বাণে বাণে করিবেন পোল। চলিয়া যাইব পোলে দেখিবে সকল হনূমান নাম আমার পবন নন্দন। কেমন দেখিব আজ পাণ্ডব অর্জ্জুন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিল। বাণে বাণে সমুদ্রকে ছাইয়া ঢাকিল ॥ পাণ্ডবের মান রাখ্‌তে হরি কুর্ম্ম মূর্ত্তি ধরে। আসিয়া রহিল তিনি পুলের ভিতরে ॥ কুর্ম্ম রূপ ধরি হরি পুল যে ধরিল। জয় রাম বলি হনূ উঠিয়া দাঁড়াল ॥ এক পদ দুইপদ হনূমান দেয়। পোলের নীচেতে দেখে রুধির ভেসে যায় ॥ যাইয়া দেখিল হনূ এ আর কেমন। চরণে ধরিয়া পূজে কমললোচন ॥ দুই জনে হরি পদে কহিতে লাগিল। নারায়ণের মস্তকেতে হনূ পদ দিল ॥ কৃষ্ণের মস্তকে হনূ পদাঘাত করেছে। খাটী খাটী পরিপাটি

বলি দশের কাছে ॥ এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে গেল। আমার একটা কথা বাবু শুন্‌লেত হয় ভাল ॥ এক শাস্ত্রের কথা বলি হেথা কোরনাক হেলা। এক দিবসে তিন নারীর হইল রজস্বলা ॥ গেলে হয় পাপ গো না গেলে হয় পাপ। তিন নারীর গর্ব্ভে পুত্র কে হবে তার বাপ ॥ তিন নারীর গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মাইল। সেই পুত্রের কিবা নাম সভার মাঝে বল ॥ তিন নারীর গর্ব্ভে বল কোন পুত্র জন্মেছে জবাব দিবে প্রাণ যুড়াবে বল্‌বে দশের কাছে ॥ ঈশ্বরচন্দ্র লাগায় ধন্ধ বলে যায় এবে। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব দিয়ে যাবে ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। তোমরা আবাল বৃদ্ধ সভাশুদ্ধ বল হরি হরি ॥

তিন নারীর গর্ব্ভে এক পুত্র তাহার জবাব।

আমি রাবণ রাজা মহাতেজা রাষ্ট্র চরাচরে। কেমনা ছেলে আমায় বল লজ্জা নাই তোমারে ॥ দেখ বিশ্বশ্রবার পুত্র আমি মিথ্যা কথা নয়। পৌলস্তের নাতি কিন্তু শুন সমুদয় ॥ রাক্ষসী জননী বটে সভায় বলে যাই। বারে বারে কত আমি বুঝাব গোসাঞি ॥ আমার সনে আজগের রণে পারবে নাক তুমি। পরাভব করবো তোমায় বলেছি হে আমি ॥ পিতার কাছে বর নিতে গেল মোর জননী। বিশ্বশ্রবা বর দিলে শুন গুণমণি ॥ প্রথমেতে বর দিতে আমার জন্ম হলো। দ্বিতীয় বরেতে দেখ কুম্ভকর্ণ হলো ॥ তৃতীয়তে

বিভীষণ হলো মহাশয়। চতুর্থতে সূর্পণখা জন্মিল নিশ্চয় ॥ তাহার পরে তিন জনে তপস্যাতে যাই। ব্রহ্মা আসি দিলেন বর তোমারে জানাই ॥ সেই বরে এ সংসারে দিগ্বিজয় করি। ময়দানবের ঘরে বিভা করি মন্দোদরী ॥ সে সব কথা বেদে গাঁথা মিথ্যা কথা নয়। আমায় ঢেমনা ছেলে কেমন করে বল্লে মহাশয় ॥ আমার ভগ্নী সূর্পণখা তোমার কাছে যায়। অন্য ভেবে যায় নাক শুন মহাশয় ॥ রামের চরণ পাবে বলে মনে আশা ছিল। তারি জন্য সূর্পণখা তোমার কাছে গেল ॥ তারে অভয় চরণ দিলে নাক আবস্তা করিলে। নারী বধের পাপ রাম আপনি ঘটালে ॥ সেই পাপেতে তোমার দেখ দুর্দ্দশা ঘটেছে। তাতেই তোমার ভাই দেখ দূর করে দিয়েছে ॥ জেনেছি২ তোমায় জেনেছি হে ভাল। তোমাদের বংশে দেখ ঢেম্না ছেলে হলো ॥ ভগীরথ নামে ছিল দিলিপনন্দন। নারী হতে হলো জন্ম শুন বিবরণ ॥ ফেলে দিয়েছিল তারে মিথ্যা কথা নয়। মুনি বরে অস্থি হলো শুন মহাশয় ॥ ঢেম্না ছেলে অনেক গুলি তোমাদের হয়েছে। আমার কাছে ওহে রাম বাকী নাহি আছে ॥ সে সব কথা আজ হেতা চাপা দিয়ে যাই। তিন নারীর কথা কিছু জবাব দিব ভাই ॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসীলে তিন নারীর কথা। তিন গর্ব্ভে এক পুত্র বলে স্রাব যথা ॥ তিন গর্ব্ভে এক পুত্র কোন জন জন্মিল। তার

বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে যাই সকল ॥ দক্ষযজ্ঞে সতী যখন পরাণ ত্যজিল। সতী শোকে মহাদেব ভাবিতে লাগিল ॥ সতী শোকে সদাশিব ভাবেন মনে মন। স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আদি করিল ভ্রমণ ॥ পূর্ব্বে দেখ এক কন্যা উৎপতি করিল। বিধাতার মানস কন্যা শুন গো সকল ॥ সকলার অংশ সেই কন্যাকে দিয়াছ। সেই কন্যা কাননেতে তপস্যা করিছে ॥ হেনকালে মহাদেব তার কাছে যায়। সতী সতী বলি তারে ধরিবারে চায় ॥ সতী বলে সদাশিব তাহারে ধরিল। সদাশিবে সেই নারী অভিশাপ দিল ॥ হেন অনাচার কর্ম্ম কৈলে শূলপাণি। নরজনিতে হবে জন্ম শাপ দিলাম আমি ॥ তাহার শাপেতে শিবের ভাবনা হইল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ শুনহ সকল ॥ অবনীমণ্ডলে রাজা পৌশনামে ছিল। তিন নারি সেই রাজার শুনগো সকল ॥ সেই রাজার দেখ বাবু পুত্র নাহি হয়। তপস্যা করিতে রাজা কাননেতে যায় ॥ বিধাতা আসিয়া তারে এক ফল দিল। সেই ফল লয়ে রাজা গৃহেতে আইল ॥ সেই ফল মহারাজা তিন অংশ করিল। তিন রাণীর প্রতি তখন কহিতে লাগিল ॥ এই ফল লয়ে তোমরা করহ ভক্ষণ। হস্ত পাতি তিন রাণী করিল ধারণ ॥ সেই ফল তিন রাণী ভক্ষণ করিল। সেই দিবসে তিন নারী গর্ব্ভবতী হলো ॥ তাহার পরে সেই তিন নারী প্রসব হয়। তিন অংশ হয়ে

পুত্র ভূতলে পড়য়।। তিন অংশ লয়ে তখন একত্তর করিল। কান্দিয়া উঠিল পুত্র শুনগো সকল।। চন্দ্রশিখর নাম সেই পুত্রের রাখিল। তিন নারীর গর্ব্ভে দেখ মহাদেব জন্মিল। এই তোমার কথার জবাব এখানেতে হলো। আমার একটী কথা কিছু শুন্‌লেত হয় ভাল।। শাস্ত্রের কথা বলি হেতা শুন মহাশয়। কোন শাস্ত্রে আছে কে দেখেছে দেওনা পরিচয়॥ গরুড় মহাবীর দেখ কশ্যপনন্দন। বাহুবলে জিনেছিল এতিন ভূবন।। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যাইতে গরুড় পারে। কি লাগিয়া যায় না গরুড় কালিদয় তীরে।। কালিদয়ে গরুড় যেতে কে করিল মানা। হেন শাপ দিল তারে বল কোন জনা।। কি কারণে গরুড় বীরে অভিশাপ কৈল। কিবা নাম ধরে তিনি সভার মাঝে বল।। ঈশ্বরচন্দ্র মোনের সন্ধ কভু নাহি যায়। পড়েছি সংসার কুপে কি করি উপায়।। এক্ষণেতে আশর হতে বিদায় হয়ে যাই। হরি হরি বল সবে আর কেহ নাই।।

গরুড়ের জবাব।

বারে বারে রাবণ রাজা বুঝেত বুঝেনা। ঢেমনা ছেলে বল্‌তে আমায় একান্ত ছাড়েনা।। জগতের নাথ আমি শুন বিবরণ। মর্ত্ত্য পুরে তোমার তরে লইলাম জনম।। জান-নারে ও রাক্ষসা শুন্‌রে তোরে বলি। ওরে বিধাতার কাছে যখন বর নিতে গেলি।। বিধাতা যখন তোরে বর দিতে

এলো। অমর বর চাইলি বেটা শুনরে সকল ॥ অমর বর নাহি দিল রাষ্ট্র চরাচরে। মনের মতন বর নিলি বলে যাই তোমারে ॥ মনের মতন বর নিলি সভায় বলে যাই। তিন ভায়ে একত্তরে বিধাতার ঠাঞি ॥ নর বানরের কথা বল্‌তে মনে আশ হলো। ধরিয়া খাইব মোরা শুনগো সকল ॥ জাননারে ওরে রাবণ জাননারে তুমি। নর রূপে বধ করিতে এসেছিরে আমি ॥ বানর হইল যত দেবতা সকলে। রুদ্র অবতার শিব পবন পুত্র বলে ॥ তাইতে দেখ তোমার লঙ্কা ছারখার করেছে। অবশেষে তোমার মটুক কেড়ে নেছে ॥ বেটার নাইক বিচার শুন সমাচার কাণ্ডজ্ঞান নাই। ভাইপো বধু কৈল হরণ লজ্জা হলো নাই ॥ নলকুবেরের ভার্য্যা দেখ হরণ করিল। এমন কর্ম্ম কেবা কোথা করেছে গো বল ॥ বেটার কুলের মধ্যে এক জন ধার্ম্মিক হয়েছে। বিভীষণের জোরে বেটা বেঁচে যে রয়েছে ॥ রাক্ষস বংশ করবো ধ্বংস শুন বলে যাই। পড়েছ আমার হাতে নিস্তার পাবে নাই ॥ সূর্পণখা তোমার ভগ্নী আমার কাছে এলো। ছল করিতে তোমার ভগ্নীর নাক কাণ কাটা গেল ॥ মুনি কুলে আমার ভগ্নী মান্য তিনি পাবে। তোমার ভগ্নীর নাক কাণ কিসে যোড়া যাবে ॥ ছুড়ি খাদা নাকে কেমন করে পুরুষ ভুলাবে। ঠিক যথার্থ করে অর্থ সভার মাঝে কবে ॥ এই অবধি তোমার কাছে কহিব আর কত। আমার রণে

আজ এখানে পাবি মনের মত ॥ যে কথা বলেছ আমায় মিথ্যা কথা নয়। গরুড়ের কথা কিছু শুন সমুদয় ॥ মহাবীর গরুড় দেখ কশ্যপ নন্দন। বাহুবলে জিনেছিল এতিন ভূবন ॥ কালিদয়ে জায়না গরুড় যাহার কারণ। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন ॥ একদিন গরুড় বীর কালিদয়ে যায়। বৃক্ষমূলে গিয়া গরুড় বসিলেন তথায় ॥ কালিদয়ে শোল মৎস্য পোনা পিষ্ঠে করি। কিবা শোভা মনলোভা আহা মরি মরি ॥ বসিয়া দেখেন গরুড় বৃক্ষের উপরে। পাকশাট দিয়ে যায় মৎস্য ধরিবারে ॥ বসিয়া আছেন তথা মুনি তপোধন। গরুড়ের প্রতি মুনি কহিল তখন ॥ মৎস্য ধর নাই গরুড় শুনহ বচন। বৃক্ষেতে আসিয়া গরুড় বসিল তখন ॥ পোনা লয়ে সেই মৎস্য জলেতে বেড়ায়। উড়িয়া গরুড় বীর ধরিলেন তায় ॥ মৎস্য ধরি গরুড় বীর গগণে উড়িল। গরুড়ের প্রতি শাপ কাবেরী মুনি দিল ॥ আমার বাক্য না শুন পক্ষ করিলি লঙ্ঘন। কালিদয়ে এলে তোমার হইবে মরণ ॥ পুনরায় যদি গরুড় কালিদয়ে আসিবে। আসিবা মাত্রেতে তোমার মরণ হইবে ॥ তারি জন্য গরুড় যেতে কালিদয়ে মানা। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ জেনে কি জাননা ॥ এই তোমার কথার জবাব এখানেতে হলো। আমার একটী কথা কিছু শুনিলে হয় ভাল ॥ পুরাণ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ শুন সর্ব্বজন। তোর রাক্ষস কুলের কথা কিছু

করি জিজ্ঞাসন ॥ তোর পুত্র মহীরাবণ জানে সর্ব্বজন। পাতালেতে বাস করে রাষ্ট্র ত্রিভুবন ॥ পূর্ব্ব জন্মে মহীরাবণ ছিল কোন জন। কি কারণে তোমার ঘরে হইল জনম ॥ পূর্ব্ব জন্মে মহীরাবণ কিবা নাম ধরে। কাহার শাপে জন্ম নিল রাক্ষসের ঘরে ॥ কি কারণে হনুমান তাহারে বধিল। ভদ্রকালী কেন তারে নিদয়া হইল ॥ মহীপুরে ভদ্রকালী বিরাজ মান ছিল। কি জন্যতে ত্যজ্য করে বল তিনি গেল ॥ এসব কথা বেদে গাঁতা মিথ্যা কথা নয়। খাটী খাটী পরিপাটি বলনা নিশ্চয় ॥ আমার কাছে আজ-কে দেখ জারি জুরি খাটবেনা। জান যদি এসব কথা সভাতে বলনা ॥ ঈশ্বর কয় মহাশয় কালী পদসার। এ পাপ সংসারে তারা কর গো উদ্ধার ॥ আর কেহ নাই জননী আর কেহ নাই। অন্তিম কালে যেন মাগো চরণ আমি পাই ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম খ্যান্ত রাধাকান্ত স্মরি। ঢুলিদাদা বাজাও ঢোল বল হরি হরি ॥

## মহীরাবণের জবাব।

শ্রীগুরু চৈতন্য পদে মজরে আমার মন। রাম রাবণে কিবা যুদ্ধ দেখ বিচক্ষণ ॥ কিবা সাদ্ধ রঘুনাথ জয় কর হে রণে। কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে যখন সশঙ্কিত প্রাণে ॥ কুম্ভকর্ণ ভাই আমার বীর অবতার। তাহার হাতেতে কার নাহিক নি-স্তার ॥ সেই কুম্ভকর্ণ রণে রাম কান্দিতে লাগিলে। তো-

মার জন্য ব্রহ্মা আসি বস্‌লেন বৃক্ষ মূলে ।। কুম্ভকর্ণ বিনাশিতে স্তব আরম্ভিলে। এক জন উপরে তোমরা দশ জন পড়িলে ।। ভক্তি পরায়ণ বিধি মহা সিদ্ধ কুলে। [রোদন করেন ব্রহ্মা বসি বৃক্ষ মূলে ।। শ্রীরামের জয় হেতু রাবণ নিপাত। দেবী শুক্ত মন্ত্রে পূজি করেন প্রণিপাত ।। পুনঃ পুনঃ চতুর্মুখে করেন স্তবন। যত কাল বেদ উক্তি অমৃত বচন ॥ নমস্তে অনন্ত মূর্ত্তি দুর্গে বিশ্বধার। আগম প্রশিত অম্বে নাশ শত্রু ভার ।। কোটি চন্দ্র মুখি চণ্ডী বিমল বদন। আগম প্রশিত দুর্গে পত্রু হস্তি রণ ।। ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতা তুমি সূক্ষ্ম রূপ কালি। আগম প্রশিত চণ্ডী চণ্ড মুণ্ড মালি ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র রাম ইচ্ছা রূপে অংশ। ইচ্ছারূপে লহ পূজা কর শত্রু ধ্বংশ ॥ সর্ব্ব বেদান্তরা গৌরী দেবী নারায়ণী। বিল্ব বৃক্ষে অধিষ্ঠাত্রী ত্রিতাপ হারিনী ।। নীচে কর উচ্চ মাগো উচ্চে নীচ কর। চন্দ্রে কর সূর্য্য সূর্য্যে কর নিশাচর পিপীলা গো মধুকর হয় তব বলে। ভেকে কর সমুদ্র পার করুণা কৌশলে ।। ক্ষুদ্র কর সমুদ্র সমুদ্র ক্ষুদ্র হয়। বামনেতে ধরে চন্দ্র তোমার কৃপায় ।। মুষিকে ভুজঙ্গ নাশে ভেকে সিন্ধু তরে। মুষক মাতঙ্গে রণ করে তব বরে ।। পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি মা তব দয়ায়। মাতঙ্গে কুরঙ্গে নাশ অসম্ভব নয় ॥ বেদাগমে বলে মাতা তুমি মূলাধার। তব মায়া মহামায়া বুঝে সাধ্য কার ।। [কি কব তোমার লীলা শুন

গো জননী। পড়েছি রামের হাতে রক্ষা কর তুমি।। দশরথের পুত্র বেটা চাপান দিয়ে গেছে। কেবা ছিল মহীরাবণ বল্‌বে দশের কাছে।। পূর্ব্ব জন্মে মহীরাবণ ছিল কোন জন। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন।। শত্রুধনু শিশু তনু গন্ধর্ব্বের ছেলে। বিষ্ণুর সভাতে তিনি নৃত্য খেলা খেলে॥ তাহার গানে তুষ্ট হইল দেব নারায়ণ। অষ্টবক্র মুনি গেল বিষ্ণু সম্ভাষণ।। মুনি দেখি পরম খুসি শিশুর বাড়ে রঙ্গ। নিত্য করে নৃত্য গান তাল হলো ভঙ্গ।। ক্রোধ করি মুনি কয় সভা বিদ্যমানে। আমায় দেখে ব্যাঙ্গ কর তুমি আজ এখানে।। আমার দেখে হাস্‌লি বেটা দুষ্টরে দুর্ম্মতি। দিলাম শাপ হও পাপ রাবণ সন্ততি।। চেন না আমায় তুমি চেন না এখন। অভিশাপ দিলাম তোরে রাখে কোনজন॥ শাপ শুনি শিশু তখন কান্দিতে লাগিল। মুনির চরণে আসি উপনীত হলো।। কি হবে উপায় ঋষি বল গো আমারে। কত দিনের পরে বল আস্‌ব স্বর্গপুরে॥ মুনি বলে শুন শিশু আমার বচন। অযোধ্যায় জন্ম লবেন রাম নারারণ॥ পিতার সত্য পালিবারে রাম জাবেন বন। রামের সীতা হরে লবে লঙ্কার রাবণ॥ রামের বাণে দশানন সবংশে মরিবে। অবশেষে মহী বলে তোমারে ডাকিবে॥ পিতার বাক্যে হরে লবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। উদ্ধার করিতে যাবে পবননন্দন।। শ্রীরাম লক্ষ্মণে লয়ে বলিদান দিবে।

খড়্গ লয়ে হনূমান তোমারে কাটিবে ॥ ত্যজ্য করে ভদ্র-কালী তোমায় ছেড়ে যাবে। তাহার পরে স্বর্গপুরে তুমিরে আসিবে ॥ মিথ্যা কথা নয় বাছা শুন রে শক্রুধনু। যাহার হস্তে হবি বধ নাম তার হনু ॥ পূর্ব্বজন্মে মহীরাবণ শক্রুধনু ছিল। মুনি শাপে পাতালপুরে রাক্ষস জন্মিল ॥ শুনিলে সকল কথা মিথ্যা কভু নয়। আমার একটী কথা কিছু শুন সমুদয় ॥ শুন শুন ওহে রাম শুন বিবরণ। তোমার ভক্ত হনূমান রাষ্ট ত্রিভুবন ॥ হনূমানের কথা কিছু বলে যাই এখানে। হনূমানের ছেলের কথা শুন সর্ব্বজনে ॥ হনূমানের ছেলে বল কোন খানে হইল। কাহার গর্ব্ভেতে পুত্র জনম লইল ॥ হনূমানের ছেলে বল কিবা নাম ধরে। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে যাও এবারে ॥ হনূমানের ছেলের কথা সভায় বলে যাবে। আমার কাছেতে আজ নিস্তার নাহি পাবে ॥ ঈশ্বর বলে সভা স্থলে কোথায় গো ভবানী। অন্ত্রিম কালে দিবেন দেখা চরণ দুখানি ॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাই। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল হরি বল ভাই ॥

## হনূমানের ছেলের জবাব।

রাবণ রাজা মহাতেজা ভাল বলে গেল। ওর ভাই আমায় না কি বান্দিয়া গো ছিল ॥ কুম্ভকর্ণ মহাবীর ওর ভাই হয়। আমার হাতে মলো বেটা জানিবে নিশ্চয় ॥

আমার হাতে মরে বেটা উদ্ধার হয়ে গেল। পাপীষ্ঠ রাবণ বেটার কুবুদ্ধি ঘটিল॥ শুন শুন ওরে রাবণ শুন বলি আমি। আমার কাছেতে আজ জিনে যাবে তুমি॥ আদ্যশক্তি ভগবতী হরের গৃহিণী। তার পতী পশুপতি দেব শূলপাণি॥ জগৎ মাতা হন তিনি জগৎ সংসারে। পূজিব আজ বিল্লদলে বলে যাই তোমারে॥ কোথা গো অভয়া তুমি এসো মা আশরে। রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার আমারে॥ কত মায়া কত ছায়া লোকে প্রকাশিলে। স্নুবর্ণ গোধীকা রূপে বেধেরে ছলিলে॥ সূচিছিদ্র করিন্দ্রিয় করাও যাতায়াত। কমলে কামিনী তুমি বেদান্ত সাক্ষাত॥ সম্ভবা সম্ভব কিবা জানিব অভয়া। সেই অসম্ভব যাহে আছে তব দয়া॥ পুরাণেতে বলে মাগো চৈতন্য রূপিণী। কালে সৃষ্টি কালে স্থিতি সংহার কারিণী॥ দুর্ব্বার দলনী দুর্গে হের কৃপাদৃষ্টে। বিনাশ ত্রিলোকচক্ররাবণ পাপীষ্ঠে॥ প্রসন্ন হইয়া মাগো কর রণজই। বিল্লবৃক্ষে অধিষ্ঠাত্রী মাতা ব্রহ্মমই॥ হইলেন তুষ্ট দেবী রামের বচনে। প্রবোধ পাইল চণ্ডী প্রসন্ন বদনে॥ শতদলে পূজি মাগো চরণ কমলে। মনোবাঞ্ছা বর মাগো দেহ সভাস্থলে॥ অকালে পাইলে বোধ আমার বোধনে। সর্ব্ব জীব হিত হেতু রাক্ষস নিধনে॥ শুন গো অভয়া বলি শুন বিবরণ। সমরকঠর মাঝে দুর্জ্জয় রাবণ॥ যাতনা হইবে ক্ষয় সহ বন্ধুগণ। তাবত

পূজিবে দুর্গে ও রাঙ্গা চরণ ।। নিপাত কর গো দুর্গে রাক্ষসের কুল। দিন দিন দয়ামই হও সানুকুল ।। রামচন্দ্র ডাকিছেন দুর্গতিদলনী। কহিতে লাগিল মৃদুস্বরে সোনাতনী ।। শুন রাম মর্ম্ম কথা কহি সারোদ্ধার। পূর্ব্বেতে রাবণ বধের আছে অধিকার ।। অদ্য সংগ্রামেতে কুম্ভকর্ণ হবে ক্ষয়। বীর আদি বহু সৈন্য মরিবে নিশ্চয় ।। ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহি রঘুবর। দিন দিন তনু ক্ষীণ যত নিশাচর ।। অমাবস্যা ঘোর নিশী শুন মহাশয়। রাবণ পুত্র মেঘনাদ মরিবে নিশ্চয় ।। বিনাশ তত্ত্ব মহামায়া সকলি বলিল। ক্রোধ করি রঘুনাথ ধনুক যুড়িল ।। এসো এসো ওরে রাবণ শুন্‌রে বেটা বলি। বারে বারে আমায় বেটা দিচ্ছ গালাগালি ।। মারিব সবংশে তোর রাখবো না এক জন। বসে বসে দেখ বেটা করি কি এখন ।। সে সব কথা থাক এখন শুন বিবরণ। হনুমানের কথা কিছু শুন দিয়া মন। হনুমানের ছেলে হলো যাহার কারণ। রামের চরণে শরণ লইল জখন ।। যে দিবসে তোমার ভগ্নীর নাক কাণ কাটিল। পঞ্চবটীর বনে আমার সীতারে হরিল ।। সীতা শোকে ভ্রমি বনে ভাই দুইজন। হনুমানের সঙ্গে দেখা হইল জখন ।। সীতা অন্যাশনে হনূ গমন করিল। হাতের অঙ্গুরি লয়ে মস্তকে রাখিল ।। অঙ্গুরি লইয়া হনূ সমুদ্র পারে জায়। সমুদ্রে পড়িল সেই অঙ্গুরি নিশ্চয় ।। ক্রোধ

ঙ্করি হনূমান সমুদ্রে ডুবিল। সমুদ্রের মাঝে এক কুম্ভিরিণী ছিল॥ হনূমান বলে ওহে শুন কুম্ভিরিণী। অঙ্গুরী রেখেছ তুমি দেও না এখনি॥ কুম্ভিরিণী নাহি দিল অঙ্গুরী তখন। জোর করে ধরিলেন পবননন্দন॥ সেই দিবসে কুম্ভিরিণী ঋতুবতী ছিল। হনূমান পরশনে গর্ভ তাহার হলো॥ সেই গর্ভে এক পুত্র জনম হইল। অঙ্গুরী লইয়া হনূ গমন করিল॥ মকরধ্বজ হইল নাম মিথ্যা কথা নয়। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে যায়॥ এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে গেল। আমার একটী কথা কিছু শুন্‌লেত হয় ভাল॥ দিবাকর নাম ধরে কশ্যপনন্দন। গগণে উদয় হয় রাষ্ট ত্রিভুবন॥ সূর্য্যদেবের কাছে বল কেবা যেতে পারে। হেন সূর্য্যদেবের মাথায় শৃগাল গিয়া চড়ে॥ সূর্য্যদেবের মস্তকেতে শৃগাল ডেকে ছিল। কোন সময় ডাকিল শৃগাল সভা মাঝে বল॥ কেমনে উঠিল শৃগাল বুঝিতে না পারি। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ কবে শীঘ্রকরি॥ ঈশ্বরচন্দ্র নাগায় ধন্ধ এইবার জানা জাবে। ছেলের হাতে পীঠে নয় যে কেড়ে নিয়ে খাবে॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। তোমার আবাল বৃদ্ধ সভা শুদ্ধ বল হরি হরি॥

সূর্য্যদেবের মস্তকে শৃগাল ডাকে তাহার জবাব।

লঙ্কাপুরে বাস আমার নাম দশানন। বারে বারে আমায়

এশে বল কুবচন ॥ জাননা জাননা রাম জাননা আমারে। যুদ্ধে জয় করে জাব বল্তেছি তোমারে ॥ মনেতে করেছ আমায় পরাভব করিবে। পড়েছ আমার হাতে নিস্তার নাহি পাবে ॥ আমার ভাই বিভীষণ রাষ্ট ত্রিভুবন। বাপের কুপুত্র হলো বুঝিলাম এখন ॥ ভাল কথা বুঝাইতে তোমার কাছে গেল। তোমার কাছেতে গিয়া পরামর্শ নিল ॥ মনে করেছ যুক্তি করে আমারে মারিবে। আমার বাণে আজকেররণে কোথা হে পলাবে ॥ শুন শুন ওহে রাম শুনহ বচন। শক্তিশেল যুড়িছিহে দেখনা এখন ॥ শক্তিশেল দেখে রামের পরাণ উড়িল। বলিতে বলিতে শেল রাবণ ছাড়িল। শক্তিশেলে রঘুনাথ যোড় হাতে কয়। আমার বুকেতে শেল পড় হে নিশ্চয় ॥ শক্তি-শেল বলে রাম শুনহ বচন। অন্যের উপরে আমি ন জাব এখন ॥ নক্ষমণের বুকে আসি শক্তিশেল পড়িল। মূর্চ্ছাগত হয়ে ভুমে লক্ষ্মণ পড়িল ॥ হাহা কার করি শব্দ কান্দিয়া উঠিল। বিভীষণে ডাকি রাম কহিতে লাগিল ময়দানবের শেল তিনি মিথ্যা কথা নয়। যাহার উপরে মারে মরণ সংসয় ॥ পড়িল নক্ষ্মণ বীর উপায় নাহি আর। নক্ষ্মণের শোকে রাম হইল কাতর ॥ উঠ ২ ওরে ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ। বৃথা করিলাম ভাই সমুদ্র বন্ধন ॥ সীতা তে কায নাই ভাই চল দেশে যাই। সুমিত্রা মাতাকে গিয়া

কি বলিব ভাই॥ এত বলি রঘুনাথ কান্দিতে লাগিল। ভুমেতে পড়িয়া রাম অচৈতন্য হৈল॥ বিভিষণ আসি রামে কহেন বচন। কি লাগিয়া কান্দ রাম কহ বিবরণ। সুষেন আসিয়া কহে শুন রঘুমণি॥ বিষল্য করণী আন বাঁচিবে এখনি॥ এই কথা শুনি রাম সকলে কহিল। কে দিবে রে প্রাণ আমার লক্ষ্মণেরে বল॥ বিভিষণ আসি তখন সকলে ডাকিল। কেবা যাবে সেই স্থানে বলহ সকল॥ হনূমান বলে প্রভু করি নিবেদন। ঔষধ আনিয়া দিব কমল লোচন হনূমান চলিলেন ঔষধ আনিতে। শুনিলেন রাবণ রাজা বসিয়া লঙ্কাতে॥ সূর্য্যদেবে আজ্ঞা দিলেন রাজা দশানন। উদয় হইতে সূর্য্য করিল গমন॥ নিশিযোগে উদয় হয় দেব দিবাকর। হনূমানের সঙ্গে দেখা হইল অতঃপর॥ কো-থায় যেতেছ তুমি কহ বিবরণ। দিবাকর বলে উদয় হইব এখন॥ হনূমান বলে তুমি কিবা নাম ধর। ভানু নাম ধরি আমি রাষ্টি চরাচর॥ ভানু নাম ধর তুমি হনু নাম ধরি। দুজনায় মিতালি এসো কোলাকুলি করি॥ দুজনেত কোলাকুলি করিল তখন। কক্ষতলে সূর্য্য রাখে পবননন্দন॥ রামের জন্যেতে ভানু কক্ষেতে রহিল। দিবাকরে কেবা ধরে রাখতে পারে বল॥ সেখান হইতে হনূ করিল গমন। গন্ধমাদনেতে গিয়া দিল দরশন॥ খুজিয়া বেড়ায় হনূ চিনিতে না পারে। পর্ব্বত ধরিয়া তখন এক টান

মারে ।। পর্ব্বত উপাড়ে হনূ মস্তকে তুলিল। বায়ুবেগে হনূমান গমন করিল ।। হনূমান বলে আজ ভরত দেখে জাব। কেমন ভরত বীর রামে গিয়া কব ।। নন্দীগ্রামে আছে ভরত রাম পদ সেবে। পড়িল পর্ব্বত ছায়া শুন বলি তবে ।। ভরত বুঝিল কোন পক্ষ বুঝি যায়। বাল্যকালের এক বাঁটুল মারিলেন তায় ।। বাঁটুল লাগিল যদি হনূর হৃদয়। রাম২ বলে হনূ পড়িল তথায় ।। রাম নাম শুনে ভরত আসিল তখন। জিজ্ঞাসা করিল তায় কহ বিবরণ ।। হনূমান বলে আমি শ্রীরামের দাস। আমি না যাইলে লক্ষ্মণ হইবে বিনাশ ।। ভরত বলেন হনূ করহ গমন। হনূ বলে উঠিতে না পারি যে এখন ।। পর্ব্বত তুলিয়া ভরত হনূ মাতে দিল জয়রাম বলে হনূ উপনীত হলো। শ্রীরাম আসিয়া তখন সুষেণে কহিল। ঔষধ চিনিয়া নিবে চল হে সকল ।। সুষেণ যাইয়া ঔষধ আনিল তখন। নস্য করে দিলেন ঔষধ উঠিল লক্ষ্মণ ।। আনন্দিত হইল সবে নাচিতে লাগিল। হনূমান সূর্য্যদেবে ছাড়িয়া যে দিল ।। সূর্য্যের মস্তকে শৃগাল সেই কালে ডেকেছে। হনূমানের কক্ষে যখন সূর্য্যদেব আছে ।। এইতো তোমার কথার জবাব এক্ষণেতে হলো। আমার একটী কথা কিছু শুন গো সকল ।। দেবের দেব মহাদেব দেব ত্রিলোচন। মহাদেবের লেজ হইল কিসের কারণ ।। কোন স্থানে মহাদেবের লেজ হয়ে

ছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ সভার মাঝে বল॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাই। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল হরি বল ভাই॥

মহাদেবের লেজের জবাব।

দশরথের পুত্র আমি রঘুমণি নাম। অযোধ্যায় থাকি আমি জগতে ব্যাখ্যান॥ আমার কাছে রাবণ তুই করিস্ না জারিজুরি। সবংশে মারিব তোর যত লঙ্কাপুরী॥ একে একে আমার বাণে সকলে মরিবে। রাক্ষস বংশে বাতি দিতে কেহ না থাকিবে॥ পাতালেতে গিয়ে বেটা চেড়ির অন্ন খেলি। বালীরাজার কাছে বেটা অপমান হলি॥ বালীরাজা লেজে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়েছে। ভাইকে ফাকী দিয়ে বেটা লঙ্কা কেড়ে নেছে॥ বেহায়া লচ্ছার বেটা লজ্জা হলো নাই। তোর ঐ মুখেতে কালি চুন আমি দিয়ে যাই তোর কথা শুনে আজ এখানে অঙ্গজ্বলে গেল। এমন কথা আর বেটা আমায় নাহি বল॥ এই বারেতে আমার কাছে উচিতজবাব পাবি। দোশরা সাটধরে বেটা তরজা গেয়ে জাবি এসব সাটের কথা সকলে শুনিল। আর একসাটের তরজা এ বার ধরিলে হয় ভাল॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে মহাদেবের কথা। নয় অন্যথা বেদেগাথা বলে জাব যথা॥ মহাদেবের কোন স্থানে লেজ হয়ে ছিল। খাটী খাটী পরিপাটী বলিব সকল॥ তোমায় বিনাশীতে সবে মর্ত্যেতে এসেছে।

রুদ্র অবতার শিব বলি দশের কাছে ।। রুদ্র অবতার যদি মহাদেব হলো। দেখনা তাহার পোদে লেজ হয়েছিল আর এক মতে আছে বাবু শুন সর্ব্বজন। কেদারনাথ পাহাড়ে যখন গেলেন ত্রিলোচন ।। কেদারনাথ পাহাড়ে শিব বৃষরূপ ধরেছে। মিথ্যা কথা নয় মহাশয় পুরাণেতে আছে বৃষ রূপে মহাদেবের লেজ হয়ে ছিল। আর একমতে আছে বাবু শুনিবে সকল ।। স্নানকরিতে যায় দুর্গা দিঘীসরোবরে। ডুবাই শঙ্খ দেখিলেন কুচনীর করে ।। স্নান করি আসি দুর্গা শীব প্রতি কয়। শঙ্খ দিতে হবে আমায় কহিলাম তোমায় শিবের কাছেতে দুর্গা যোড় হস্ত করি। ডুবাই শঙ্খ দেও আমায় চরণেতে ধরি ।। শিব বলে কেমন কথা বলিলে আমারে। ডুবাই শঙ্খ দেখে এলে কাহাদের করে ।। স্নান করিতে গিয়েছিলাম দিঘীসরোবরে। ডুবাই শঙ্খ দেখে এলাম কুচনীর করে ।। ভাল শঙ্খ চাইলী গৌরী আমি হলেম একা। মিনসে মরে ভিক্ষা করে মাগী চায় শেকা ।। পুরুষের হাতে ধন থাক্‌লে মাগীর বাড়ে মান। গীন্যাপণা করে তিনি যেতা সেতা যান ।। আমার কাছেতে দুর্গা নাইকো পয়সা কড়ি। শঙ্খ পরা সাদ থাকে যাও মা বাপের বাড়ী ।। দুর্গা বলে শুন্‌লি পদ্মা বুড়ার বচন। মা বাপের বাড়ী কেবা পরে আভরণ ।। ক্রোধ করি পার্ব্বতী শিব প্রতি কয়। চলিলাম বাপের বাড়ী থাক হে হেথায় ।। কোলে নিল কার্ত্তিক আ-

টায়ে লম্বোদর। গোসা করে জান দুর্গা মা বাপের ঘর॥ বাহির হইতে দুর্গার মাথায় ঠেকে চাল। ডাইনে গেল কাল সর্প বামেতে শৃগাল॥ ঘোল লবে লবে বলে গোয়ালী বলয়। নগরেতে দুট মিন্‌সে বানর নাচায়॥ শিব কন শুন দুর্গা শুন মোর কথা। এক পা বাড়াও যদি খাবে ভেয়ের মাথা॥ দুর্গা বলে কেবা শুনে ভাঙ্গড় বুড়ার কথা। কুচনী লইয়ে ঘর কর তুমি হেথা॥ কার্ত্তিক গণপতি লয়ে পার্ব্বতী চলিল। হিমালয়ের পথে দুর্গা গমন করিল॥ সাত পাঁচ ভাবেন শিব করি কি উপায়। হেনকালে দেবঋষি উপনীত হয়॥ শিব কন এসো নারদ এসো বাছাধন। গোসা করে তোর মামী করিল গমন॥ তোমার মামীকে যদি ফিরাইতে পার। কি হবে নারদ বাছা বুদ্ধি বল ধর॥ নারদ বলেন মামা শুন গো বচন। আমার বুদ্ধিতে তুমি কর না গমন॥ মামী হলো বাগ্‌দিনী তুমি হও গে বাগা। বড় বনে বাঘ হয়ে পথে কর দেখা॥ নারদের কথায় শিব বাঘমূর্ত্তি হয়। পথ মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন তথায়॥ বাহন বলিয়া দুর্গা চাপিবারে গেল। আড়ালে থাকিয়া নারদ হাসিতে লাগিল পার্ব্বতী ফিরাতে শিবের লেজ হয়ে ছিল। এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে গেল॥ আমার একটী কথা কিছু শুন দিয়া মন। দেবের দেবতা হন দেব নারায়ণ। বৈকুণ্ঠের নাথ দেব দেব চক্রপাণি। নারায়ণের হলো লেজ

পুরাণেতে শুনি ॥ নারায়ণের কোন স্থানে লেজ হয়ে ছিল বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বিচার করে বল ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল বল হরি হরি ॥

নারায়ণের নিজের জবাব।

নন্দ গেছে বাতানে যশোদা নাইক ঘরে। শূন্যগৃহ পেয়ে কৃষ্ণ ননী চুরি করে ॥ উপরে ভাঙ্গিল ভাণ্ড নীচে চন্দ্র মুখ। হেন কালে দেখেন কৃষ্ণ জননী সম্মুখ ॥ কি কল্লি কি কল্লি কৃষ্ণ খেলি মায়ের মাথা। লুকায়ে রেখেছি ননী তুমি পেলে কোথা ॥ তখন এতবলি নন্দ রাণী হাতে নিল বাড়ি। অবুঝ বালক তখন দিল রড়ারড়ি ॥ অগ্রে যায় নীলমনি যশোদা যায় পিছে। ধরধর বলিতে কৃষ্ণ উঠে কদম গাছে ॥ গাছে না উঠিতে পারে নন্দের গৃহিণী। শুন শুন শুন বাছা শুন নীলমণি ॥ নাম্বিয়া এশোরে কৃষ্ণ ক্ষীরসর দিব। কৃষ্ণ বলে আমি মাতা নাহিক যাইব ॥ এইনে তোর তাড় বালা লয়ে জাগ ঘর। তোর নবনীতে কড়ি হলো আমি হলেম পর ॥ ডালে ডালে যায় কৃষ্ণ পাতায় পাতায় যায়। শুনেছি কদম্বের ডাল ভেঙ্গে পড়ে গায় ॥ ধিরে ধিরে নাবরে কৃষ্ণ পেড়ে দিব ফুল। তিলেক বিলম্ব হলে মযাবি গোকুল ॥ তাহা শুনি কৃষ্ণ তখন নাম্বে ধিরে ধিরে। গাভি বাঁদা দড়ি লয়ে বান্ধে যুগল করে ॥ যশোদা বান্ধিতে

দড়ী না কুলায়। হস্ত বাড়াইয়া দেয় নন্দের তনয়।। বান্ধিবারে যশোমতী ঘর্ম্ম যে হইল। দেখিয়া মায়ের মুখ শ্রীহরি হাসিল।। বলে বেন্ধ না বেন্ধ না মা গো বন্ধনে জ্বালায় মরি। এই দেখ মা যুগল কর ফিরাইতে নারি।। কোথা রৈলে ছিদাম সুবল দাদা গো বলাই। তোমরা সবে মিলে ননী খেলে আমি বাঁধা যাই।। কোথা রৈলে প্রিয়ে রাধে কোথা ব্রজগণ। কোথা রৈলে কালিন্দী যমুনা বৃন্দাবন।। কোথা রৈলে পিতা নন্দ কোথা মা রোহিণী। নবনীর তরে বাঁধে দেখ না জননী।। আস্তুগ আগে নন্দ পীতা মাগিব বিদায়। তুচ্ছ নবনীর তরে মায়ে মারে গো কায়।। ওমা জেনেছি জেনেছি মাগো জেনেছি এক্ষণে। আমারে বান্ধিলে মাগো মিছে অকারণে।। সবে মিলে খেলে ননী আমার দোষ হলো। মায়ের মন ছল্‌তে হরি আপনি বাঁদা দিল।। বন্ধন খসায়ে রাণী দিলেন তখন। নারায়ণের লেজ হয়েছে শুন বিবরণ।। জগৎ হরি বংশীধারির লেজ হয়ে ছিল। তাহার বৃত্তান্ত কথা শুন গো সকল।। সত্যযুগে হলেন দেখ মৎস্য অবতার। জলেতে ভাসিয়া থাকে লেজ হইল তার।। তাহার পরে কূর্ম্ম রূপ হলেন নারায়ণ। পৃথিবী ধরিল পৃষ্ঠে সৃষ্টির কারণ।। সেই সময়ে দেখ তাঁর লেজ হয়ে ছিল। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল।। আবার বলি লেজের কথা শুন বিবরণ। বরাহ রূপ হলেন

হরি রাষ্ট ত্রিভুবন ।। এক্ষণেতে লেজের কথা শুনিবে সকলে। নরসিংহ রূপে দেখ কশিপু বধিলে ।। আর লেজের কথা বলি শুন দিয়া মন। বেদে গাঁথা নয় অন্যথা বলে যাই এখন ॥ রাধার সনে বৃন্দাবনে বিরাজ করেছিল। গোপী লইয়া সেই ঘরে দুজনে আছিল ॥ হেনকালে দেখিলেন জটিলে আসিয়া। ঘরের ভিতরে কৃষ্ণ কেন হে বসিয়া।। দেখিলেন রাধার সনে পরিহাস কর্‌তেছে। জটিলা যাইল ছুটে আয়ানের কাছে।। শুন শুন শুন দাদা করি নিবেদন। কৃষ্ণের সনেতে রাধা বসে কি কারণ ।। এত শুনি ক্রোধে আয়ান ছুটিয়া আসিল। শ্রীরাধিকা দেখি ভয়ে কম্পিত হইল ।। কি হবে উপায় হরি বল বংশীধারি। হাঁসিয়া কহেন কৃষ্ণ ভয় নাই প্যারি ।। শীঘ্রকরে মুষীকা রূপ করহ ধারণ। বিড়াল হইল কৃষ্ণ ঘরেতে তখন ।। দরজা খুলিবা মাত্র দুজনে পালালো। খাটীং পরিপাটি লেজের জবাব হলো। আমার একটি কথা বলি শুন সর্ব্বজন। চরণে বাজেন নূপুর রাষ্ট ত্রিভুবন ।। মস্তকে নূপুর বলো কোন স্থানে বেজেছে। মস্তকে বাজিল নূপুর বল্‌বে দশের কাছে ।। ঈশ্বর দাসে আজ প্রকাশে অভয়পদ ধেয়াই। কৃষ্ণধন বিনে ভাই আর কেহ নাই ॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাই। হরিহরি বল সবে পরাণ যুড়াই ॥

মস্তকে নূপুর বাজে তাহার জবাব।

আমি বৃন্দে সতী আজ্ সম্প্রতি তোমারে সুধাই। তুমি হরি বংশীধারী ব্রজের কানাই॥ নবনী চুরির কথা ভাল বলে গেলে। আপনি খাইয়া কিন্তু পরের দোষ দিলে ভাণ্ড ভাঙ্গলে ননী খেলে ঘরের ভিতরে। পাঁচ জনে খেলে ননী বুঝালে মায়েরে॥ তোমার মতন চুরি বিদ্যা কেহ জানে নাই। ঘরে ঘরে কর চুরি দেখি হে কানাই। জননী নিকটে তুমি ধরা যে পড়িলে। বিনা দোষে সকলেরে কেন দোষ দিলে॥ এমনকরে ব্রজপুরে আর বলোনা ভাই। ননী চোরা নামটি তোমার হইল কানাই॥ কেমন কথা বল্লে হেথা ওহে নারায়ণ। চরণে নূপুর বাজে জানে সর্ব্বজন॥ উল্‌টে কথা বল্লে হেথা ভাব্‌তেছি হে মনে। জারীজুরি কর চাতরী খাট্‌বে না এখানে॥ আমি বৃন্দে নাম ধরি স্পষ্ট বলে যাই। আমার কাছে ওস্তাদী আজ খাট্‌বে না গোসাঞি॥ যে কথা বলেছ তুমি মিথ্যা কথা নয়। খাটী খাটী পরিপাটি বলে যাই নিশ্চয়॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে নূপুরের কথা। মস্তকে বেজেছে নূপুর বলে জাব যথা॥ এক দিন নারায়ণ প্রভাত সময়ে। গোচারণে গেল সব রাখাল গণ লয়ে॥ ছিদাম সুদাম দাদা বলরাম ব্রজের নন্দন। ধেনুগণ লয়ে সবে করিল গমন॥ বনের ভিতরে গেল রাখাল গণ সনে। চরাতে চরাতে ধেনু গেল গহন বনে॥ নানা

জাতি ফল মূল সকলে খাইল। একেলা নির্জ্জনে হরি বসিয়া রহিল ॥ হাম্বা রবে ধেনুগণ ঊর্দ্ধ মুখে রয়। কালিদয়ের তীরে গিয়া উপনীত হয় ॥ কালিদয়ে ধেনুগণ জল পান করিল। সেই জল খেয়ে সবে ঢলিয়া পড়িল ॥ দেখিল আসিয়া কৃষ্ণ সকলে পড়েছে। রাখালগণ ধেনুগণ মুচ্ছা হয়ে আছে ॥ ক্রোধ করি বংশীধারী জলে ঝাপ দিল। কালিয়া নাগের মাথায় পদাঘাৎ করিল ॥ কালিয়া নাগেরে যখন পদাঘাৎ করিল। নাগের মস্তকে দেখ নূপুর বাজিল ॥ ওহে হরি বংশীধারী জবাব করে যাই। তাহার পরে ধেনু গণে বাঁচালে কানাই ॥ আর এক মতে দিব জবাব শুন সর্ব্ব জন। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে যাই এখন ॥ সত্যযুগে বলীরাজা দৈত্য কুলে ছিল। বহুপুণ্য করে রাজা জানিয়ে সকল ॥ তাহার দর্প চূর্ণ কর্ত্তে দেব নারায়ণ। মনে মনে যুক্তি হরি করিল তখন ॥ বামন রূপে জন্ম নিল কশ্যপের ঘরে। ভীক্ষা ছলে গেলেন হরি বলীরাজার দ্বারে ॥ দান আদি দেয় রাজা আপন কুতূহলে। হেনকালে নারায়ণ গেল সভার স্থলে ॥ সভার স্থলে গিয়ে বলে শুনহ রাজন। তিন পদ ভূমি দান করহ এখন ॥ রাজা বলে ভূমি লয়ে কি কায করিবে। তপস্যা কারণে রাজা তিন পদ দিবে ॥ তিন পদ ভূমি লয়ে তপস্যা করিব। রাজা বলে এক্ষণেতে তোমায় আমি দিব ॥ সত্য করিবারে রাজা সভাতে উঠিল।

শুক্রাচার্য্য মুনি তখন বারণ করিল ॥ না শুনিল মহারাজা ভূমি দান দিল। স্বর্গ মর্ত্য দুই পদ নারায়ণ নিল ॥ আর এক পদ ভূমি রাজা দেহ দেখি আমায়। ঘোর বিপদে পড়ে রাজা অন্তঃপুরে যায় ॥ তাহার সতী পরমযুবতী রাজারে বুঝায়। সভার স্থলে চল রাজা ভূমি দিব তায় ॥ আর এক পদ দেখাও হরি ভূমি তবে দিব। বলিতে২ পদ্ম নাভীতে উদ্ভব ॥ মস্তক পাতিয়া রাজা দিলেন তখন। বলীর মস্তকে নূপুর বাজিল তখন ॥ বলীর মস্তকে দেখ নূপুর বাজিল। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল ॥ আমার একটি কথা কিছু শুন দিয়া মন। ফুলেরো নূপুর বাজে কহ বিবরণ ॥ চরণে ফুলের নূপুর কোথায় বেজে ছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ সভার মাঝে বল ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। আবাল বৃদ্ধ সভাশুদ্ধ বল হরি হরি ॥

ফুলের নূপুর বাজে তাহার জবাব।

শুন বৃন্দে সতী আজ সম্প্রতি তোমায় বলে যাই। ননী চোরা বলে আমায় নিন্দে কর ভাই ॥ আপনার ঘরে ননী চুরি করে খাই। তোমাদের ঘরেত ননী চুরি করি নাই ॥ আমায় মিনিদোষে করেজাও চোরের খেয়াতি। আমার মুখে শুন তবে ওহে বৃন্দে সতী ॥ মনেতে পড়েনা তোমার মনেতে পড়েনা। আমার কথা কিছু বৃন্দে জেনে কি জাননা ॥ জল ক্রীড়া কর তোমরা যমুনার তটে। ধেনু লয়ে চরাইতাম

তোমাদের নিকটে ॥ বস্ত্র রাখি জলক্রীড়া সকলে করিলে বস্ত্র লয়ে গিয়া ছিলাম কদম্বের ডালে ॥ তখন আমার কাছে সকলেতে যোড় হাত করিলে। বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ বারম্বার বলিলে ॥ কত নাকাল হলে বৃন্দে মনে নাহি পড়ে। কান্দিতে লাগিলে সবে কদম্বের আড়ে ॥ সে সব কথা বৃন্দে এখন ভুলে কি হে গেলে। ননী চোরা নামটি তুমি বদনামি করিলে ॥ বারম্বার এমন কথা আর তুমি বলোনা। তুমি অঘটন ঘটাতে পার জেনে কি জাননা ॥ আমি চোর তুমি সাধ কেমন করে হলে। চুরি বিদ্যা আমায় বৃন্দে তুমিতো শিখালে ॥ তোমায় আমায় আর এখন তর্কেতে কায নাই। তোমার নূপুরের জবাব কিছু শুন বলে যাই ॥ রামরূপে জন্ম নিলাম দশরথের ঘরে। সীতা দেবী বিভা কৈলাম মিথিলা নগরে ॥ রাজ্য ভার পাব আমি অযোধ্যা ভবনে। পিতৃ সত্য পালিবারে গেলেম আমি বনে ॥ বাস করেছিনু আমি পঞ্চবটীর বনে। আমার সীতা হরে নিল রাজা দশাননে ॥ কিস্কিন্ধ্যার গিয়ে আমি বালী বধ করেছি। সুগ্রিবের সঙ্গে আমি মিত্রতা করেছি ॥ বানরগণ লয়ে আমি সমুদ্র বান্ধিনু। লঙ্কাপুরে সবে মিলে প্রবেশ করিনু ॥ রাবণের সঙ্গে আমার মহাযুদ্ধ হলো। একে একে আমার বাণে সবংশে মরিল ॥ রাবণ বধ করে বিভীষণে রাজ্য দিছি। অশোক বন হইতে সীতা উদ্ধার করেছি ॥ সীতা উদ্ধার করে

দেখ অযোধ্যায় আসি। একে একে সকল কথা শুন প্রাণ-প্রিয়সী॥ রাজা হলেম অযোধ্যায় শুন বলে যাই। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ তোমারে জানাই॥ এক দিন সীতা দেবী শয়ন করিল। রাবণ মুর্ত্তি সীতাদেবী ভূতলে আঁকিল॥ তাহা দেখি পুনর্ব্বার আমার ক্রোধ হলো। আমার বাক্যে সীতা সতী বনবাসে গেল॥ বাল্মীকের তপোবনে লক্ষ্মণ রাখিল। বাল্মীকের নিকটেতে সীতা যে রহিল॥ তাহার পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ আমি করি। জয়পত্র লিখে ঘোড়া দিলেম আমি ছাড়ি॥ অশ্বের সঙ্গেতে গেল অনুজ লক্ষ্মণ। বাল্মীকের তপোবনে ধরে দুইজন॥ সেই দুই পুত্র হয় সীতার নন্দন। পঞ্চমাস গর্ত্ত সীতা বনে যায় যখন॥ বাল্মীক তাহাদের দেখ ধনুবিদ্যা শিক্ষালে। সেই দুই পুত্রে মোর ঘোড়া ধরে বলে॥ লক্ষ্মণ তাহাদের রণে পরাণ ত্যজিল। তাহার পরে ভরত আর শত্রুঘ্ন গেল॥ দুই ভাই দুইজনে বিনাশ করেছে। হনূমান আসি মোরে সংবাদ দিয়েছে॥ রণ সজ্জা করি আমি যাইলাম তথায়। তিন ভাই পড়ে আছে দেখিলাম সেথায়॥ রণ করিবারে তখন আইল দুই ভাই। কিবা শোভা মনলোভা দুঃখে মরে যাই॥ দুই ভাই দুই দিকে ধনুক যুড়িল। দুই ভায়ের চরণেতে ফুলের নূপুর ছিল॥ জিজ্ঞাসিলাম তাহাদের আমি হে যখন। ফুলের নূপুর তোমাদের দিলে কোনজন॥ তারা বলে ফুলের নূপুর

জননী দিয়েছে। সীতা মাতার বরে নূপুর আপ্‌নি বাজিছে॥ লব কুশের পদে দেখ ফুলের নূপুর বাজিল। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল॥ এক্ষণেতে ওহে বৃন্দে তোমার জবাব হলো। আমায় একটি কথা কিছু শুনলেতো হয় ভাল॥ এক সূর্য্য উদয় হয় গগনমণ্ডলে। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম যাবে আমায় বলে॥ দ্বাদশ সূর্য্যের কিবা নাম বুঝিতে না পারি। আমার কাছে ওহে বৃন্দে করোনা চাতুরী॥ ঈশ্বর দাসে আজ প্রকাশে বালাখানার বাড়ী। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল বল হরি হরি॥

দ্বাদশ সূর্য্যের নামের জবাব।

ওহে হরি বংশীধারী কি কথা বলিলে। বস্ত্র চুরীর কথা তুমি সভায় বলে গেলে॥ আমরা কুলবালা হই অবলা বস্ত্র রাখি কূলে। জলক্রীড়া করি মোরা আপন কুতূহলে॥ তুমি যে করিবে চুরী মোরা নাহি জানি। কোন সরমে বস্ত্র চুরি কল্লে চক্রপানি॥ চুরী করা সভাব তোমার কভু নাহি গেল। বস্ত্র চুরী করে তোমার কি লাভ হইল॥ লজ্জা সরম ত্যাজ্য করে তোমার কাছে গেছি। গোপের নারী সারি সারি দাঁড়ায়ে রয়েছি॥ তুমি কৃষ্ণ বলি স্পষ্ট শুন দয়াময়। কৃষ্ণ দুর্ব্ব কেমন করে দেখাব তোমায়॥ তারি জন্য হস্ত চেপে সকলেতে ছিনু। বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ এক হস্তে ডাকিনু॥ তাতেতো তোমার কিছু লজ্জা হলো নাই। দেখবে বলে

গাছের ডালে ছিলে হে কানাই ॥ চুরী করা সভাব তোমার কভু নাহি গেল। তারি জন্য যশোদা হে তোমায় বেঁধেছিল সেখানেতে আমাদের বদনাম করিলে। উল্‌টে বল চুরীকরা বৃন্দে হে শিক্ষালে ॥ গোপের ঘরে পচা ঘোল তুমি যে খাইলে। পচা ঘোলের বকরা কিছু আমায় দিয়েছিলে ॥ পচা ঘোল খেয়ে তোমার গলা ধরে গেল। সভাতলে কলে কৌশলে আমার নিন্দে বল ॥ ক্ষণেক কাল সবুর করে থাক বংশীধারী। শ্রীরাধার কাছে তোমার ভাঙ্গবো জারিজুরি ॥ আমি কুলবালা হই অবলা কিছু নাহি জানি। তোমার দ্বাদশ সুর্য্যের জবাব আমি দেজাব এখনি ॥ দ্বাদশ সুর্য্যের নাম মিথ্যা কথা নয়। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা বিভা করিল নিশ্চয় ॥ সন্যা নাম ধরে তিনি শুন বলে যাই। সুর্য্য তেজ সইতে নারে তিনি হে কানাই ॥ তাহার পরে পীতার কাছে সকলি বলিল। বিশ্বকর্ম্মা সুর্য্যদেবে ডাকায়ে আনিল ॥ সামাকুদে সুর্য্যদেবে দ্বাদশ অংশ কৈল। সেই সময় সুর্য্যদেবের দ্বাদশ নাম হলো ॥ একে একে দ্বাদশ নাম প্রকাশ করে যাই। পুরাণ কথা বেদে গাঁথা শুনহে কানাই ॥ প্রভাকর দিবাকর দিননাথ দিনমণি। আদিত্য ভাস্কর নাম পুরাণেতে শুনি ॥ রবি সুর্য্য মিহীর আর বৈকর্ত্তন নাম। তপন আর ভানু দেখ জগতে বাখান ॥ ওহে হরি বংশীধারি করি নিবেদন। কাশী দাস রচে গেছে পুরাণ কথন ॥

বেদে গাঁথা নয় অন্যথা শুন বংশীধারি। পড়েছি আমার কাছে ভাঙ্গব জারিজুরী॥ আমি বৃন্দে নাম ধরি জগতে বিখ্যাত। খাটী খাটী পরিপাটি জেও শাস্ত্র মত॥ আমার কাছে ওহে হর মিথ্যা আজ বলোনা। উল্টা চাপান দিব তোমায় এইবার জাবে জানা॥ ধাতা কাতা তুমি বিধাতা মিথ্যা কথা নয়। তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু শুন মহাশয়॥ তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত্য তুমি হে পাতাল। তুমি শমন তুমি দমন তুমি কালাকাল॥ বল্লে তুমি বল্লেতে পার করনা হে হেলা। বেদবিধি স্বষ্টি তুমি করেছ চিকোণকালা॥ তোমার তো দ্বাদশ সুর্য্যের জবাব হয়ে গেল। কালীসিংহীর মতে এবার বল্লেত হয় ভাল॥ কালীসিংহী দ্বাদশ নাম রচে গেছে ভাল। দ্বাদশো সূর্য্যের নাম প্রকাশ করে বল॥ কি কি নাম ধরেছিলো কশ্যপ তনয়। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব যেন হয়॥ ঈশ্বরচন্দ্রের মনের সন্ধ এইবারে ঘুচিবে। দুর্গা পদাম্বুজভক্তি বিপদে তরিবে॥ কোথা গো জগৎমাতা জগৎজননী। অন্তিমকালে দিও মাগো চরণ দুখানি॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। আবাল বৃদ্ধ সভাশুদ্ধ বল হরি হরি॥

পাল্টা দ্বাদশ সূর্য্যের নামের জবাব।

আমি কৃষ্ণ বলি স্পষ্ট শুন বৃন্দে দূতী। তোমার আমার

নাম জগতে খেয়াতি॥ তা বলে কি আমায় তুমি ভর্ৎসনা করিবে। কৃষ্ণ দুর্ব্ব কেমন করে আমায় দেখাইবে॥ এমন কথা আজ হেতা আমারে বলোনা। পতিতপাবন নামটি ধরি জেনে কি জাননা॥ ভক্ত বাঞ্ছা পুরাইতে মর্ত্ত্য পুরে আশা। বস্ত্র লয়ে ছিলাম বলে কল্লে তুমি গোশা॥ সে সব দুঃখের কথা সকলি ভুলিলে। দধী বিকী করিবারে যমুনায় গেলে॥ তরি লয়ে আমি কাণ্ডারি যমুনায় থাকি। শ্রীরাধার প্রিয় তুমি নাম বৃন্দে সখি॥ তোমরা গোপের নারী সারি সারি তরিতে উঠিলে। ঝিকি২ মারি ঝিকি যমুনা সলীলে॥ যমুনারমধ্যস্থলেতরি যেযাইল। যমুনার ঢেউ লেগে কাঁপিতে লাগিল॥ তখন ভয় পেয়ে বিনয় করে আমারে বলিল। বড়াই বুড়ি ধিরি২ হাতেতে ধরিল॥ বলে শীঘ্র করে কর পার শুনহে কাণ্ডারি। ও হে মধ্য স্থলে এসে কেন কাঁপে তব তরি॥ হইল অনেক বেলা মথুরায় জাব। বেচে কিনে পুনরায় আমরা আসিব॥ সেসব কথা আজ হেতা মনে কি পড়েনা। কত নাকাল হল্যে বৃন্দে জেনে কি জাননা॥ পচা ঘোল খেয়ে কবে গলা ধরে গেছে। সভার মাঝে এমন কথা বলোনাক মিছে॥ আমি হরি হই কাণ্ডারি মাকম মেরে খাই। অবশেষে তোমাদের ঘরেরভিতর যাই॥ কাঁচলি আটা জুলপি কাটা দিয়েছ বাহার। কপালে সিন্দুরের ফোটা জল্‌তেছে তোমার॥ রূপের ছটা

কিবা ঘট। শুন বৃন্দেদূতী । পড়েছিলে আমার হাতে যমুনায় সম্প্রতি ॥ নাকাল করে দিলাম ছেড়ে মনেতে পড়েনা। হেনা ননীর কথা কিছু আমারে বলোনা ॥ আমি যে ঘোল ঘোলাই বৃন্দে তোমরে জানাই। সেই ঘোল লয়ে তুমি ঘরে দিওভাই ॥ তোমার প্রাণপতি আছে সতী ঘরের মধ্যেতে। আমার ঘোল লয়ে তুমি দেও তারে খেতে ॥ যদি তোমার আর কেউ থাকে তারে গিয়ে দিবে। সেই ঘোল খেলে পরে পরাণ জুড়াবে ॥ এমন কথা বারে বারে আর তুমি বলো না। ফিরে বারে এসে আমি দিব হে ঘোষনা ॥ এই পর্য্যন্ত তোমায় আমায় বাকী রেকে যাই। কালি সিংহের মতে কিছু জবাব করি ভাই ॥ কালি সিংহ রচে গেছে পুরাণের কথা। কত পণ্ডিত হলো নাকাল বলে যাই যথা ॥ তবে একে একে সূর্য্যের নাম সভায় বলে যাই। দ্বাদশ সূর্য্যের নাম শুন দেখি ভাই ॥ ধাতা মৃত্যু অর্জ্যমা শুক্র বরুণ হয়। সবীতা আরতুষ্টা বিশ্যা পুশ্যা নয় কয় ॥ ঘৃণী শ্রিণী একাদশ হয় মহাশয়। দিবাকর এই বার কহিলাম নিশ্চয় ॥ কালি সিংহ এইত নাম রচে গেছে ভাল। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল ॥ এইপর্য্যন্ত তোমার জবাব ওহে বৃন্দে হলো। আমার একটি কথা কিছু শুনলে তো হয় ভাল॥ এক নূতন কথা বলি হেথা শুন মহাশয় । কিন্তু পুরাণ কথা নয় অন্যথা বলতেছি

নিশ্চয় ॥ গর্ব্ভেতে জন্মায় পুত্র দেখ বিদ্যমান। কপালেতে কেবা হলো কহ না সন্ধান ॥ কপালে কাহার বলো জনম হইল। তাহার কোথায় ধাম কিবা নাম সভার মাঝে বল ॥ কপালে জন্মেছে বাবু কোন মহাশয়। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব যেন হয় ॥ আর কি অধিক কব আমি সবার সাক্ষাতে ফাঁকি ফুকি আমার কাছে পার্‌বে নাকো দিতে ॥ ঈশ্বর দাসে আজ্ প্রকাশে বালাখানায় বাড়ী। এই পর্য্যন্ত হলেম বিদায় বল হরি হরি ॥

কপালেতে জন্ম তাহার জবাব।

কেমন কথা বল্লে হেথা ওহে বংশীধারি। তোমার কথা শুনে আজ্ এখানে দুঃখে আমি মরি ॥ আমায় কোন কালে কলে কৌশলে নাকাল করেছিলে। হঁয়ে কাণ্ডারি বংশী-ধারি ভাল মন মজালে ॥ তুমি নন্দের পুত্র গলে সূত্র মিথ্যা কথা নয়। আমার জুম্পী কাটা কাঁচলী আটা দিচ্ছি পরি-চয় ॥ আহীরি গোপের নারী বৃন্দে নাম ধরি। তোমার কাছে নয়কো মিছে করবো না চাতুরি ॥ মাকম মেরে আমাদের তুমি খেয়েছিলে। সে সব কথা আজ হেথা প্র-কাশ করে গেলে ॥ একি লর্জ্জার কথা হরি একি লর্জ্জায় মরি। ভাণ্ড ভেঙ্গে খেলে দধি তুমি বংশীধারী ॥ তোমার ঘোল মওয়া আমি ঘরে নিয়ে দিব। আমার পতিকে বুঝি সেই ঘোল খাওয়াব ॥ সেজে প্রাণপতি আমি যুবতী তো-

মায় বলে যাই। কেমন করে তোমার ঘোল খাওয়ার কানাই ॥ যদি তোমার ঘোল লয়ে হরি তারে দিতে হবে। তবে তাহার ঘোল আজকে হেথা তোমায় খেতে হবে ॥ প্রিত্যাবধি প্রাণপতি ঘোল মরে দেয়। ধিরে২ কেবা আমি বল ঘোল খায় ॥ তাহার ঘোল খেয়ে তোমার লোলা যে বেড়েছে। কোন সরমে আজ এখানে আমারে বল্‌তেছে ॥ একটু খানি বলতে তোমার সরম নাহি হলো। বেহায়ার মতন কেন এমন কথা বলো ॥ আবার বল তোমার যদি আর কেউ থাকে। ঘরে লয়ে এই ঘোল খেতে দিও তাকে ॥ ভাই বোনে কোন স্থানে ঘোল খেতে দেয়। লজ্জা হলো আজ্‌কে হেথা তোমার কথায় ॥ নিলর্জ্জ পুরুষ বটে জেনেছি হে ভাল। তোমাদের ঘরে ঘরে যেমন পিরিত হলো ॥ বলি তবে সে সব কথা শুন বংশীধারি। পড়েছ আমার হাতে ভাংব জারীজুরি ॥ একটু খানি কথার ভাবে তোমায় বলে যাই। ভাই বোনেতে কেমন পিরিত করিলে কানাই ॥ শুভদ্রা নামেতে দেখ তোমার ভগ্নি হলো। কাঁচলী আঁটা জুল্পী কাটা রূপেতে ঝলমল ॥ কিবা রূপের ছটা তার গুণে পরিপাটি। সভা স্থলে তোমাদের করেছে হে মাটী ॥ যুবতী বয়েস হলো মিথ্যা কথা নয়। তোমাদের ঘরে বল এমন কর্ম্ম হয় ॥ বিভা নাহি দিলে তার তোমরা দুইভাই। তোমাদের কুলেত কৃষ্ণ কিছু লর্জ্জা

নাই ॥ তোমরা ভাই ভাই ঠাঁইং ঘটকালী করিলে। দুই জনাতে যুক্তি করে ভাল মনমজালে ॥ দুজনাতে দুই পাত্র উপস্থিত করিলে। বলদেব দুর্য্যোধনে সাজায়ে আনিলে ॥ তুমি আবার মকশ্বালে অর্জ্জুনের প্রতি। চুরি করে দিলে তারে সেই ভদ্রা সতী ॥ অবশেষে ঘরে ঘরে দ্বন্দ্ব বেধে গেল। সেই দুজনার সঙ্গে তোমার কি সুবাদ ছিল ॥ শুনেছি তোমার নাকি পিস্তুতো ভাই হয়। কেমন করে বোনাই বল্‌বে দেও না পরিচয় ॥ কার্ত্তিক মাসেতে যখন ফোটা দিতে আসিবে। অর্জ্জুনে তোমাতে কৃষ্ণ একোত্তরে রবে ॥ তখন কার কপালে দিবে ফোটা সেই ভদ্রা নারী। এই কথা টি বিচার করে বল বংশীধারি ॥ বিচার করে কবেন হরি বিচার করে কবে। শ্বেতচন্দন রক্তচন্দন কার কপালে দিবে ॥ বারেং আর আমারে আর তুমি বলোনা। ভাল কির্ত্তি কল্লে তোমরা রাখলে হে ঘোষণা ॥ এই পর্য্যন্ত তোমায় আমায় অল্পেং যাই। কপালে হয়েছে জন্ম জবাব দি গোসাঞি ॥ অনন্ত সয্যাতে যখন ছিলেন নারায়ণ। সৃষ্টি কল্লে আপনি হে ভূলে যাও কেমন ॥ নাভিতে হইল ব্রহ্মা মিথ্যা কথা নয়। বাম পাশে হইল বিষ্ণু শুন পরিচয় ॥ মনেতে হইল আমার শুন নারায়ণ। কপালে হইল শিব রান্ট ত্রিভুবন ॥ তোমার কপালে হরি মহাদেব জন্মিল। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল ॥ আমি একটি

তোমার উপর চাপান দিয়ে যাই। কাটা মুণ্ড কাহার গর্ব্ভে জন্মেছিল ভাই॥ কাটামুণ্ড কাহার গর্ব্ভে কোথা জন্মেছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ সভার মাঝে বল॥ ঈশ্বরচন্দ্র লাগায় ধন্দ বাজাও ঢুলি ঢোল। দুবাহু তুলে সবে মিলে বল হরি বোল॥

কাটা মুণ্ড গর্ব্ভে জন্মায় তাহার জবাব।

আমি ভাব্‌ছি মনে আজ্ এখানে গোলবেদে যে গেল। আমায় কলে কৌশলে সভা স্থলে কতই যে বলিল॥ তুমি বৃন্দে সতী জগৎ খ্যাতি মিথ্যা কথা নয়। আমি জগৎপতি শুন সম্প্রতি দিচ্ছি পরিচয়॥ আমি কৃষ্ণ বলি স্পষ্ট শুন মহাশয়। কেবা কার মাতা পিতা কেবা কার হয়॥ আজ্ আশোরে হাত পা নেড়ে বৃন্দে সতী গেল। বলে তোমার ভগ্নী ভদ্রাদেবী কি কর্ম্ম করিল॥ আমার ভগ্নী ভদ্রাদেবী মিথ্যা কথা নয়। অর্জ্জুন করিল বিভা শুন পসিচয়॥ সত্য ত্রেতা দ্বাপর দেখ তিন যুগ হলো। লীলা প্রকাশীতে আ-মার জনম হইল॥ সত্যযুগে আমার কাছে তপস্যা করেছে। মনের মতন সকলেতে বর মাগি নেছে॥ জাননা জাননা বৃন্দে জাননা কি তুমি। ধাতা কাতা বিধাতা তো জগতে হে আমি॥ ওহে আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি মহেশ্বর। শমনদমন বায়ু বরুণ দ্বাদশ ভাস্কর॥ আমি স্বর্গ আমি মর্ত্ত্য আমি হই পাতাল। সৃষ্টি সংহারণ কর্ত্তা আমি কালা

কাল ॥ জেনেছ যদি হে আমায় তুমি বৃন্দে দূতী। কেমন করে আজ আশোরে কর হে অখ্যাতি ॥ তোমাদের গোপ কুলে আয়ান মহাশয়। তপস্যা করিয়া লক্ষ্মী লয়েছে নিশ্চয় ॥ তপস্যার ফলে লক্ষ্মী আয়ানের ঘরে। নতুবা কাহার সাধ্য যেতে সেথা পারে ॥ শ্রীরাধিকা নাম ধরে ভানুর নন্দিনী। তাহার সঙ্গে মিলেছ হে শুন আমি বলি ॥ আয়ানের সঙ্গে রাধার কোন কার্য্য নাই। তারি জন্য আমি গিয়ে ভাণ্ড ভেঙ্গে খাই ॥ তোদের গোপের ঘরে রাত দুপুরে কেবা যেতে পারে। আমি হরি বংশীধারি বলে যাই তোমারে ॥ তোমরা বৃন্দাবনে জন্ম নিলে করিবারে লীলা। আমায় ঠাট্টা করে আজ আশোরে দিলে ভাল জ্বালা ॥ সে যে ভদ্রা সতী পরম যুবতী মিথ্যা কথা নয়। অর্জ্জুন হইল পতি শুন সমুদয় ॥ যাহার পতি তাহার সতী মিলন দেখ আছে। ছয় দিনে সেটারা ঘরে কলোম যেরে দেছে ॥ অন্য জনে দিতে বিভা যদি চেষ্টা হয়। বিধাতার কলোম রদ হবে মহাশয় ॥ তারি জন্য ভদ্রাদেবী অর্জ্জুন পাইল। অপমান হয়ে দেখ দুর্য্যোধন গেল ॥ আমার বল কোন কালে ভগ্নী কেবা হয়। ভক্তের মান রাখি আমি শুন পরিচয় ॥ তুমি বারে২ আজ আমারে ঠাট্টা কর নাই। যত গোপীর সনে তুমি কাননে যুটিয়ে দিলে ভাই ॥ যত গোপীর সনে গহন বনে করিলে ঘটকালী। দিবানিশি করি নী

আমি বনমালী ॥ করে ছিনালী তুমি সকলি দালালী ঘট-কালী। রাধিকার কাছে গিয়ে কত কচুরি পেলি ॥ রাধার কাছে গিয়ে তুমি কচুরি হে খেলে। রাগ করোনা দেদো মোণ্ডা দিব হে সকালে ॥ রাগ করে আজ আশোরে আর তুমি যেও না। ক্ষীরপুলি দিব খেতে মনেতে ভেব না ॥ যা চাহিবে তাহা দিব শুন বৃন্দে বলি। সকালবেলা ছাড়ায়ে কলা খাবে হে সকলি ॥ এই অবধি তোমায় আমায় বকড়াতে কাজ নাই। তোমার কাটা মুণ্ডের কথার এবার জবাব দিয়ে যাই ॥ কাহার গর্ব্ভে কাটা মুণ্ড কিরূপে জন্মাল। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন হে সকল ॥ কশ্যপ মুনি মহাজ্ঞানি সকল দেবের পিতা। দেব জননী তাহার গৃহিণী বেদে আছে গাঁথা ॥ অদিতির গর্ব্ভে হইল সকল দেবতা। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে জাব হেথা ॥ অদিতির গর্ব্ভে যখন পবন জন্মিল ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব মারিবারে গেল ॥ অদিতির গর্ব্ভে দেখ পুনর্ব্বার জায়। নখাঘাতে পবন দেবে ছিড়িলেন তায় ॥ ঊনপঞ্চাশ খান দেখ ইন্দ্রদেব কৈল। কাটা মুণ্ড অদিতির গর্ব্ভ মধ্যে হৈল ॥ ঊনপঞ্চাশ পবন দেখ উৎপত্তি যে হয়। মুণ্ড ছিড়েছিল ইন্দ্র দেখ না নিশ্চয় ॥ এক্ষণেতে কাটা মুণ্ডের কথার জবাব হলো। আমার একটি কথা এবার শুন্‌লে তো হয় ভাল ॥ মনুষ্য দুর্লভজন্ম শুনি গো পুরাণে। জিহ্বাতে আছেন দন্ত দেখ বিদ্যমানে ॥ অসম্ভব কথা এক

শুনি মহাশয়। উরুতে হয়েছে দন্ত কাহার নিশ্চয়॥ কোন পুরুষের উরুতেতে দন্ত হয়ে ছিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ প্রকাশ করে বল॥ ঈশ্বরচন্দ্র লাগায় ধন্দ বালাখানায় বাড়ি। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল বল হরি হরি॥

উরুতে দন্ত তাহার জবাব।

ওহে হরি বংশীধারি বলে গেলে ভাল। তোমার কথা শুনে আজ এখানে পরাণ যুড়াল॥ তুমি ছল করে গোপের ঘরে ননী যে খেয়েছ। রাত দুপরে চুরি করে ভাণ্ড যে ভেঙ্গেছ॥ আমি বৃন্দে নাম ধরি শুন মহাশয়। আমার কাছে প্রবঞ্চনা খাট্‌বে না নিশ্চয়॥ উচিত কথা বল্‌তে তোমায় রুষ্ট হয়ে গেলে। ঘরের মাগ পরকে দিয়ে কেবা মান রাখিলে॥ লীলাতে কায নাই মহাশয় লীলাতে কায নাই। আপ্‌নার মাগ পরকে দিয়ে ধর্ম্মরাখা ভাই॥ আয়ান ঘোষ যদি তোমার তপস্যা করিল। তপস্যা জোরেতে তোমার লক্ষ্মী লয়ে ছিল॥ ভক্তের মান রাক্তে হরি দিলে তার ঘরে। কেমন করে রাতদুপরে আন্‌লে তারে হরে॥ কেমনে মান রাখ্‌ব হরি তোমার আমি বল। সিধে পথে চল নাকো উল্টপথে চল॥ পর ভার্য্যা মাতৃ তুল্য শাস্ত্রে হেন কয়। কেমন করে কল্লে হরণ তুমি মহাশয়॥ উচিত কথা বল্‌তে গেলে পোঁদ্‌টি ফেটেযায়। ক্রোধকরে আজ আশোরে দেদো মোণ্ডা দেয়॥ তব আশীর্ব্বাদে অনেক মোণ্ডা যে খেয়েছি।

কিন্তু তোমার তরে যত্নকরে মধু যে রেখেছি ॥ তুমি প্রাণ ভ্রমরা মন চোরা নামটি সারোদ্ধার। তিন দিনের পচা মধু খাও দেখি এবার ॥ যদি নাহি খেতেপার নাকে ডোল দিব। উরুত বয়ে পড়ছে মধু জিব্ দিয়ে চাটাব ॥ কোন সময়ে বল হরি কলা আমায় দিবে। সেই কলা আজ সকালা তো-মায় দেওয়া জাবে ॥ কলা খেকো অভ্যাস তোমার আছে হরি ভাল। কলা ফেলে দেখ তোমায় ছোবা খাইয়ে ছিল ॥ যদি বল কোন স্থানে ছোবা নাহি খাই। বিদুরের ঘরেত ছোবা খেয়েছিলে ভাই ॥ তোমাদের কলা দেখ তোমাদের আঁটে না। আমায় কলা খেতে হরি আজ তুমি বলোনা ॥ তোমায় আমায় ওহে হরি ঝকড়াতে কায নাই। তোমার কথার জবাব কিছু সভায় দিয়ে যাই ॥ আমায় তুমি জিজ্ঞা-সিলে উরুতেতে দন্ত। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ কহিব তদন্ত ॥ উরুতের উপরে দন্ত কোন স্থানে হইল। বলে যাই সে সব কথা শুন গো সকল ॥ সূর্য্যবংশে ক্ষত্রিকুলে ভগীরত জন্মিল গঙ্গা আনিবারে তিনি গমন করিল ॥ বংশ উদ্ধারিবে বলে দিলীপনন্দন। তপস্যা করিল অনেক ব্রহ্মারে তখন ॥ তপস্যা করিয়া শিশু গঙ্গা যে আনিল। শঙ্খধ্বনি করি শিশু অগ্রেতে চলিল ॥ স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবী মর্ত্যেতে আইল। হেনকালে জাহ্নুমুনি তাহারে ভক্ষিল ॥ উদরে রাখিল গঙ্গা মুনি গণ্ডুষেতে। ভগীরথ ভাবে গঙ্গা পাইব কি মতে ॥ কিছু

দিন সেই মুনির তপস্যা করিল। শিশু প্রতি মুনি তখন সদয় হইল ॥ কি করে দিব রে গঙ্গা ভক্ষণ করেছি। উদর ভিতরে গঙ্গা আমি যে রেখেছি ॥ সাত পাঁচ ভাবি মুনি উরুত চিরিল। সেই উরুত হইতে গঙ্গা বাহির হইল ॥ উরুতের মধ্যে দেখ দন্ত তখন হয়। যেমন হনুমান রাম সীতায় হৃদয়ে দেখায় ॥ বক্ষ চিরে হনুমান দন্ত দেখিয়েছিল। সেইরূপে আজ হেথা তোমার জবাব হৈল ॥ আর এক কথা বলি হেথা শুন মহাশয়। দৈত্যকুলে ছিল এক তাহার তনয় ॥ হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ গুণমণি। কৃষ্ণ ভক্ত হলো পুত্র বড় সতজ্ঞানী ॥ কৃষ্ণ ভজিবারে তারে বারণ করিল। যত দুঃখ দেয় তারে কৃষ্ণ না ছাড়িল ॥ কৃষ্ণ ভজে সেই পুত্র দুঃখ নাহি পায়। হেন কালে তার পিতা তাহারে সুধায় ॥ কোথা আছে তোমার হরি বলনা এখন ॥ শিশু বলে যেথা ডাকি সেইখানে তখন ॥ ডাক দেখি তোমার হরি আছে কি এখানে। ডাকিতে ডাকিতে হরি উপনীত সেইখানে ॥ নরসিংহরূপে হরি প্রকাশ হইল। কশিপু ধরিয়া তখন উরুতে রাখিল ॥ উরুতে রাখিয়া তারে চিরিয়া ফেলিল। দুই পাটি দন্ত তখন উরুতেতে ছিল ॥ এই তো তোমার কথার জবাব দুরকমে হলো। তিন খানি বক্ষ হরি তোমার কেন হলো ॥ তোমার তিন বক্ষে কেবা থাকে কহ বিবরণ। কিবা নাম ধরে তারা বল বিচক্ষণ ॥ এই পর্য্যন্ত

হলেম ক্ষান্ত শুন সর্ব্বজন। হরি হরি বল সবে বিদায় হই এখন ॥

## শ্রীকৃষ্ণের তিন বক্ষের জবাব।

শুন সবে কাব্য ভাবে পুরাণ কথন। পুরাণের পুণ্যকথা কল্লে জিজ্ঞাসন ॥ জিজ্ঞাসা করিলে তুমি যে সকল কথা। শাস্ত্রের কথা নয় অন্যথা বলে যাব যথা ॥ ওহে বৃন্দে আ-মায় তুমি কলা খাইয়ে গেলে। সামান্য কি সেই কলা বিদুর আমায় দিলে ॥ ভক্তিভাবে যে জন ডাকে তাহার আমি হই। অভক্তিতে যাই না আমি স্পষ্ট কথা কই ॥ প্রেমভক্তি ভাবে বিদুর কলা ফেলে দেছে। ছোবা গুলি লয়ে দেখ বদনে দিয়েছে ॥ শুন বৃন্দে তাতে কি মোর মান খোওয়া গেছে। ভক্তের মান রাখি আমি বলি দশের কাছে ॥ জগৎ স্রাষ্ট আমি কৃষ্ণ মিথ্যা কথা নয়। ভক্তিভাবে যেজন ডাকে আমায় তিনি পায় ॥ ভক্তির জোরে অর্জ্জুনের সারথি হয়েছি। ভক্তির জোরে দ্রৌপদীরে বস্ত্র দান দিছি ॥ ভক্তি জোরে আয়ানের লক্ষ্মী তার ঘরে। ভক্তি জোরে মা যশোদা বেঁধে ছিল করে ॥ ভক্তি জোরে বলি দ্বারে দ্বারি হলেম ভাই। ভক্তি জোরে চণ্ডালের দেখ অন্ন খাই ॥ ভক্তি জোরে ধ্রুব প্রহ্লাদ আমারে কিনিল। ভক্তি জোরে রাবণ রাজা সীতারে হরিল ॥ ভক্তি ভাবে যুধিষ্ঠির আমারে বা-ন্ধিল। ভক্তি জোরে ভৃগুমুনি পদাঘাত করিল ॥ ভক্তের

কথা নয় অন্যথা ভক্ত বড় হয়। ভক্তেতে আমাতে কিছু ভিন্ন ভেদ নয় ॥ জাননা জাননা বৃন্দে জাননা কি তুমি। আজ ভালকরে ওহে বৃন্দে বুঝয়ে জাব আমি ॥ ভক্তিজোরে খেয়েছি কলা ওহে বৃন্দে বলি। যা মনে করি করিতে পারি শুন হে সকলি ॥ নন্দের বাধা বয়ে বেড়াই ভক্তির জন্যতে। এসংসারে আমার বল কেবা মাতা পিতে ॥ যে কথা বলিলে আমায় মিথ্যা কভু নয়। তোমার জবাব দিব প্রাণ যুড়াব বলি হে নিশ্চয় ॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে তিন বঙ্কের কথা। তিন বঙ্ক হয়েছিল বলে যাই যথা ॥ কদম্ব তলাতে গেলেম আমি আর বলাই। গলা ধরে ডাণ্ডাইলাম আমরা দুইভাই ॥ চরণে বলায়ের পদ আমার ঠেকিবে। হইলাম তিনবঙ্ক বলে যাই তবে ॥ কেবা ছিল তিন বঙ্কে শুন বিবরণ। সামান্য কথা নয় বৃন্দে বলে যাই এখন ॥ এক বেঁকে থাকে প্রেম তোমারে জানাই। আর এক বেঁকে বিরাজ করে তোমাদের রাই ॥ আর এক বেঁকে থাকে নিত্য শুন বৃন্দে তুমি। তিন বঙ্কের কথা তোমায় বলে গেলাম আমি ॥ প্রেম নিত্য রাধা তিন বঙ্কে তিন জন। খাটীখাটী পরিপাটি জবাব দি এখন ॥ তোমার কথার জবাব বৃন্দে এক্ষণেতে হলো। আমার একটি কথা তবে শুনলেত হয় ভাল ॥ দেখ ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী ভানুর নন্দিনী। আশ্চর্য্য কথা বলি হেথা পুরাণেতে শুনি ॥ একোত্তরে থাক সবে

মিথ্যা কথা নয়। কোন সময়ে রাধা বল কালী মূর্ত্তি হয়॥ কোন স্থানে রাধা বল কালী হয়ে ছিল। সকল তত্ত্ব জান বৃন্দে ভেঙ্গে চুরে বল॥ বেদের কথা নয় অন্যথা শুন বৃন্দে বলি। কি জন্যেতে শ্রীরাধিকা হয়েছিল কালী॥ বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে যাও এখন। বৃন্দে নাম ধর তুমি রাষ্ট ত্রিভূবন॥ খাটীখাটী পরিপাটি জবাব দিয়ে জাবে। ফাঁকি দিয়ে যেও না হে ঠিক কথা কবে॥ তোমায় আমায় আজ আশোরে ঝকড়াতে কায নাই। মিলে জুলে দুজনাতে তরজা গেয়ে যাই॥ দুজনাতে মিল করিয়ে তরজা যদি গাই। আজ আশোরে নেচে কুদে মান রেখে যাই॥ দুজনাতে কল্লে ঝকড়া ভাল হবে নাই। পাল্টা বারে তোমার তরজার জবাব দিব ভাই॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে বাবু আর কেহ নাই। দশজনের চরণেতে প্রণাম করে যাই॥ অভয়পদ করি সাধ কত দিনে পাব। সেই পদ মনসাধে হৃদয়ে ধরিব॥ একান্ত বাসনা আমার ঐ পদ ভরসা। তব পদ বিনে আমার কিছু নাহি আশা॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। দুবাহু তুলে বন্ধু সকলে বল হরি হরি॥

শ্রীরাধার কালী রূপ ধারণের জবাব।

কোথায় হরি বংশীধারি শ্রীমধুসূদন। তোমার কথা শুনে আজ এখানে যুড়াল জীবন॥ যে কথা বলিলে হরি ওহে বংশীধারি। ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন গোলকবেহারী

আমি বৃন্দে তব পদে প্রণাম করে যাই। যুগে যুগে ঐ পদ যেন আমি পাই॥ ভক্তে তোমায় দিলে ছোবা মান্য করে খেলে। পচা ঘোল খেতে কেন রাগ করেছিলে॥ আমাদের কাছেতে হরি প্রবঞ্চনা কর। গোপের নারী বলে তাই ফাঁকি দিয়ে সার॥ আমরা কুলবালা অবলা জানি নাকো কিছু। তারি জন্যে তোমার মোরা বেড়াই পিছু২॥ প্রাণ মন তব প্রতি সকলি সপেছি। গৃহবাস ত্যজ্য করে ঐ চরণ ভেবেছি॥ দেখ দেখ দেখ হরি দেখ বংশীধারি। তব আশা করে ভরসা যেন আমরা মরি॥ জেনেছি তোমারে হরি জেনেছি হে ভাল। যত গোপের কুলবালা মজালে সকল॥ আমরা আহিরিণী অনাথিনী হয়েছি এখন। কলঙ্ক ঘটালে মোদের তুমি নারায়ণ॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে রাধা কালীর কথা। মিথ্যা কথা নয় অন্যথা বলে জাব যথা॥ রাধার জোরে আজ আশোরে জবাব দিয়ে জাব। কিরূপে হইল কালী সকলি বলিব॥ বিশেষ কথা বলি হেথা শুন নারায়ণ। আগে তোমার কথা বল্‌ব হেথা রাষ্ট ত্রিভুবন॥ তুমি যে হইলে কালী তাতো আমি জানি। একে২ সকল্ কথা বলিব এখনি॥ শ্রীরাধিকার কাছে তুমি যাইলে যখন। দুজনাতে ছিলে ঘরে জানে কোন জন॥ হেনকালে এলো জটিলে রাধারে দেখিতে। চুপ্‌টি করে বসে ছিলে ঘরে দুজনাতে॥ তাহা দেখি জটিলের ক্রোধ যে বাড়িল।

তাড়াতাড়ী আয়ানেরে ডাকিবারে গেল ।। আয়ান নিকটে গিয়া সকলি বলিল। ঘরের ভিতরে কৃষ্ণ দেখ না সকল ॥ এত শুনি আয়ান তখন ছুটিয়া আসিল। কপাটে লাগান খিল দেখিতে পাইল ।। শ্রীরাধিকা তব প্রতি মধুস্বরে কয়। এ বিপদে রক্ষা হরি কর হে আমায় ॥ শ্রীরাধিকার কথা শুনে মনেতে চিন্তিলে। আপনি হইলে কালী রাধা যে পূজিলে ।। হাতের বাঁশী হলো অসি মিথ্যা কথা নয়। বন-মালা মুণ্ডমালা গলেতে নিশ্চয় ॥ কালীরূপে দাঁড়াইলে ওহে চক্রপাণি। পুষ্পাঞ্জলী দেয় পদে রাধা বিনোদিনী ।। ঘরের দ্বার খুলে গেল আয়ান দেখিল। কালীপূজা কর্‌ছে রাধা অম্নি ফিরে গেল ।। রাধার মান রাখ্‌লে তুমি কালী মূর্ত্তি ধরে। রাধাকালীর কথা হরি জিজ্ঞাসিলে মোরে ॥ কি জন্যেতে রাধাকালী হয়েছে তা বলি। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ শুন বনমালী ।। সব সখী মিলে মোরা কাননেতে যাই। নানাজাতী পুষ্প তুলি শুন হে কানাই ।। একোত্তরে সবে মিলে কাননেতে বসি। নানা কথা বলিতেছি হয়ে হাসি খুসি ।। কহিতে২ কথা জিজ্ঞাসিলাম আমি। ঘরের ভিতর কালীপূজা করেছিলে তুমি ।। কিরূপ ধরিয়া কৃষ্ণ কালী হয়েছিল। কিরূপেতে পাদপদ্ম পূজিলে গো বল ।। তখন রাধা বলে সভাস্থলে শুন বৃন্দে বলি। আমার মান রাক্তে কালী হলো বনমালী ।। তখন জোর করে শ্রীরাধারে সবে

মোরা বলি। সেইরূপ দেখাও একবার হয়ে তুমি কালী॥ হাসিয়া উঠিল রাধে বৃন্দের কথা শুনে। কৃষ্ণপদ ভেবে কালী হলো ততখনে॥ শ্রীরাধিকা হলেন কালী দেখিলাম নয়নে। পুষ্পাঞ্জলী দিলাম মোরা শ্রীরাধার চরণে॥ আমাদের মাম রাক্তে রাধাকালী হয়েছিল। খাটীখাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল॥ এক্ষণেতে ওহে কৃষ্ণ জবাব তোমার হলো। আমার একটি কথা কিছু শুনহ সকল॥ বীণা যন্ত্রে গান করে নারদ তপোধন। কাহার গর্ব্বে নারদের হইল জনম॥ কাহার গর্ব্বে দেবঋষি নারদ জন্মিল। কেবা তার মাতা পিতা প্রকাশ করে বল॥ ঈশ্বর দাসে এই প্রকাশে বালাখানায় বাড়ী। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল বল হরি২॥

নারদের জন্মের জবাব।

শুন শুন শুন বৃন্দে শুন বলে যাই। তোমাদের প্রধান বটে কমোলিনী রাই॥ কমোলিনী রাজনন্দিনী বৃন্দাবন মাঝে যা মনেকরে কর্ত্তে পারে সকলি তার সাজে॥ একদিন কমোলিনী আমারে কহিল। কোথায় গিয়াছিলে হরি আমার কাছে বল॥ সত্য করিলাম আমি তাহার নিকটে। বিশ্বাস নাহি করে মোরে ধরে সটেপটে॥ চন্দ্রাবলীকুতহলি সাজয়ে বাসর সর্জ্জা। গেল সব্বরি ওহে হরি লুটে এলে মজা॥ জেনেছি জেনেছি তোমায় জেনেছি হে ভাল। এখান হতে সেই স্থানেতে যাও হে চিকণকাল॥ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে

হরি রাত কাটিয়ে দিলে। সকালবেলা আমার কাছে জ্বা-লাতে হে এলে ॥ আমায় কত কথা বলে রাধা বাহির করে দেছে। মিথ্যা কথা নয় হে বৃন্দে বলি তোমার কাছে ॥ উপায় কিবা হবে বৃন্দে উপায় কিবা বল। অঘটন ঘটাতে পার তুমি হে সকল ॥ তোমা বিনে কোন জনে সাধ্যকার নাই। রাধা বিনে প্রাণ যায় শুন বলি ভাই ॥ একবার যাও বৃন্দে শ্রীমতীর কাছে। অধোমুখ হয়ে রাধে বসিয়া রয়েছে ॥ রাধার মান ভাংতে বৃন্দে আমার সাধ্য নয়। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কিন্তু যাবনা নিশ্চয় ॥ সত্য করে বলি তোমায় শুন সমাচার। কুঞ্জের বাহির করে দিলে আমারে এবার ॥ তোমায় বিনয় করি হাতে ধরি আমার কথা রাখ। শ্রীরা-ধার কাছে গিয়ে জানাও এ সব দুঃখ ॥ তোমার হরি বংশীধারির দোষ কিছু নাই। তব ছাড়া তিলেক মাত্র কোথা নাহি যাই ॥ বদন তুলে কও না কথা ওহে বৃন্দে সখি। রাধায় ছেড়ে তোমার মান অতিবড় দেখি ॥ রাগের উপর দ্বিগুণ রাগ তোমাদের হলো। কেমন করে তোমা-দের মান ভাংব আমি বলো ॥ তোমরা গোপের নারী সারিসারি রাগেতে রহিলে। আমার প্রতি একেবারে নিদয় হইলে ॥ রাগের কর্ম্ম নয় কো বৃন্দে রাগের কর্ম্ম নয়। ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুল পেয়ছ নিশ্চয় ॥ নতুবা তোমাদের কুঞ্জে নাহিক আসিব। আজ পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত চন্দ্রার

কাছে জাব ॥ তাতে কিবা ক্ষতি আছে শুন বৃন্দে বলি। শ্রীরাধাকে বল গিয়ে গেছেন বনমালী ॥ এই অবধি তোমাদের ছাড়াছাড়ি হলো। তোমার নারদের জন্ম কথা শুন হে সকল ॥ কিরূপে জন্মিল দেখ নারদ তপোধন। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন ॥ সামান্যে কি নারদের জনম হইল। অঘটন ঘটাতে পারে দেখ না সকল ॥ ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি মিথ্যা কথা নয়। কণ্ঠেতে উৎপত্তি হইল শুন সমুদয় ॥ এক মতে নারদ ঋষি ব্রহ্মার নন্দন। আর এক মতে আছে তাহার জনম কথন ॥ আর এক মতে নারদের জন্ম বলে যাই। খাটী খাটী পরিপাটি শুন তবে ভাই ॥ সংসার করিতে ব্রহ্মা তারে আজ্ঞা দিল। পীতার বাক্য দেবঋষি নাহিক শুনিল ॥ নারদের প্রতি ব্রহ্মা ক্রোধ যে বাড়িল। ক্রোধ করি নারদ প্রতি অভিশাপ দিল ॥ বেশ্যার গর্ব্ভেতে তোমার জন্ম দেখ হবে। আমার বাক্য দেব ঋষি মিথ্যা নাহি পাবে ॥ সেই শাপে নারদ তখন গমন করিল। বেশ্যার গর্ব্ভেতে তাহার জন্ম দেখ হলো ॥ কলাবতী নাম তার মিথ্যা কথা নয়। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে যায় ॥ তুরমকে দিলাম জবাব নারদের কথা। আমার একটি কথা কিছু শুনে যাও যথা ॥ পুরাণের পুণ্য কথা করি জিজ্ঞাসন। একাদশ রুদ্র হয় কাহার নন্দন ॥ একাদশ রুদ্র তারা কিবা নাম ধরে। কোথায় জন্মিল তারা কহ সত্য করে ॥

কার পুত্র একাদশ রুদ্র মহাশয়। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব যেন হয়॥ একাদশ রুদ্রের কথা সভার মাঝে চাই। পড়েছ আমার হাতে ছাড়ব না কো ভাই॥ ঈশ্বরচন্দ্র দাসে বলে কোথা গো ভবানী। অন্তীম কালে পাই যেন চরণ দুখানি॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাই। হরি ধ্বনি বল সবে আর কেহ নাই॥

একাদশ রুদ্রের নামের জবাব।

ওহে কৃষ্ণ বলি স্পষ্ট মিথ্যা কথা নয়। তুমি যেমন নাগর মোরা জেনেছি নিশ্চয়॥ রাগ করে আছি মোরা মনেতে ভাবিলে। আপনার মান তুমি আপনি খুয়ালে॥ যত ভালবাসে তোমায় যত গোপের বালা। লম্বা চৌড় কর্ত্তে গেলে আপনি চিকণকালা॥ জারিজুরি বাবুগিরি নাহিক খাটিবে। পড়েছ রাধার কোপে নিস্তার নাহি পাবে সে যে রাজনন্দিনী কমোলিনী মানি বড় হয়। কেমন করে তাহার মান ভাংবে মহাশয়॥ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি কেন গিয়ে ছিলে। নিশী ভোর করে বুঝি সকালবেলা এলে॥ সারারাত্রি কমোলিনী জাগিয়া রহিল। ঢলিতে২ রাই পড়িয়া যাইল॥ জানলা এমন কর্ম্ম কেন হে করিলে। গুপ্ত কথা প্রকাশ হলো জানিল সকলে॥ চন্দ্রাবলী তোমায় কিছু বেশী খেতে দেয়। আমাদের কাছেতে বুঝি কম কম হয়॥ জেনেছি হে ভাল মনে ওহে বংশীধারি। আমাদের

কাছেতে আর করো না চাতুরী॥ আমার হাতে ধল্লে এখন আমি কিঁ করিব। কেমন করে শ্রীরাধারে বল হে বুঝাব॥ ক্রোধ ভরে বসে আছে কমোলিনী রাই। কেমন করে তা-হার কাছে জাব হে কানাই॥ তোমার উপর চটেছে হে আমাকে চটাবে। একুল ওকুল দুকুল বুঝি শেষকালে হারাবে॥ তোমার ফচ্‌কেপোনা স্বভাব কৃষ্ণ এখন গেলনা। একদেশ ছেড়ে একদেশে আনা গোনা॥ এখন সেই চন্দ্রাবলী তোমার কোথায় রহিল। ডেকে আন গিয়ে তারে দেখিবে সকল॥ এখন হাতে ধরে পায়ে পড়ে তো-মার প্রাণ টা গেল। মজা করে চন্দ্রাবলী কুঞ্জেতে রহিল॥ এমন সময় মিলন করে কার সাধ্য বল। সেই চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে হরি এক্ষণেতে চল॥ আর এখানে হাতে ধল্লে বল কিবা হবে। চন্দ্রাবলীর কাছে গিয়া ছেনা মাখম খাবে॥ চন্দ্রাবলী ভাল করে তোওয়াজ করিবে। বাসর সর্জ্জা করে ধনী তোমারে শোওয়াবে॥ ওহে মসলা ভরা দিবে পান খাবে বনমালী। আলবোলাতে টান্‌বে তামাক হয়ে কুতু-হলী॥ অগোর চন্দন তোমার অঙ্গেতে মাখাবে। ফুলের পালঙ্ক করি তাহাতে বসাবে॥ আমাদের কমোলিনী কিছু জানে নাই। এখান থেকে বিদায় হয়ে চলে যাও কানাই॥ তব মুখ দেখ্‌বে নাকো কমোলিনী রাই। তাহার মান ভাংতে আজ্‌কে আমি পারব নাই॥ ও সব কথাতে এখন আর

কাজ নাই। বলে গেছ চাপান আমায় জবাব দিয়ে যাই॥ আমায় তুমি জিজ্ঞাসিলে পুরাণের কথা। বল্‌ব হেঁথা নয় অন্যথা বেদে আছে গাঁথা॥ একাদশরুদ্র দেখ কাহার পুত্র হয়। কিবা নাম ধরে তারা শুন পরিচয়॥ শুন তবে ওহে কৃষ্ণ করি নিবেদন। দিব জবাব কিসের অভাব বলে যাই এখন॥ দেখ সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতা সৃষ্টি প্রকাশিল। প্রথমেতে ছয় পুত্র উৎপন্ন করিল। ছয় পুত্রের কিবা নাম সভায় বলে যাই। মরিচি অত্রি অঙ্গিরা হইল তিন ভাই॥ পোলস্ত পোলহ ক্রতু ছয় জন জন্মিল। আর এক পুত্র দেখ শানু নামে হলো॥ শানু নামে মহা তেজস্বী বিখ্যাত সংসারে। একাদশ রুদ্র জন্মাইল তার ঘরে॥ একাদশ রুদ্র নাম সভায় বলে যাই। মহাতেজস্বী মৃগ সর্প হইল তিন ভাই॥ নিবৃত্তি অর্জ্যকপাৎ পঞ্চজন হলো। অহি ধ্রুব পীণাকি সপ্তম লিখিল॥ ঈশ্বর দাহন কপালী ভগো একাদশ হয়। কালী সিংহী রচে গেছে মিথ্যা কথা নয়॥ একাদশ রুদ্রের নাম সভার মাঝে হলো। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল॥ আমি একটি কথা কৃষ্ণ করি জিজ্ঞাসন। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলিবে এখন॥ বনমালী সভায় বলি হেরি হে কানাই। আহা সখা ময়ূর পাখা মাথে দেক্তে পাই॥ কিবা পুণ্য কৈল ময়ূর না জানি কারণ। মস্তকে ধরিলে কেন দেব নারায়ণ॥ পূর্ব্ব জন্মে ময়ূর বল ছিল কোনজন।

কিসের জন্যেতে পুচ্ছ করিলে ধারণ। ময়ুরের কথা কিছু বুঝিতে না পারি। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ বলে জাবে হরি ॥ ঈশ্বর কয় মহাশয় হরি পদ সার। হরি হরি বল সবে চলে যাই এবার ॥

## ময়ুরের জবাব।

আমায় ছল করে সভাস্থলে ভাল বলে গেলে। আমার প্রতি একেবারে নিদয়া হইলে ॥ আশা করি থাকি বলে তোমাদের ভরসা। তারি জন্য আমার বৃন্দে হলো হে দুর্দ্দশা ॥ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আমি গিয়েছি একবার। তা বলে কি এত করে বল্‌তে হয় এবার ॥ চিরকাল শ্রীরাধার প্রেমে বাঁধা রই। তারি জন্যে ওহে বৃন্দে এত কথা সই ॥ আমায় কচ্‌কে করে সভা স্থলে তুমি বলে গেলে। কচ্‌কিমী আমারে বৃন্দে বল কে সেখালে ॥ তোমার কাছে সকল কর্ম্ম সেকা আমার হলো। বারে বারে এমন করে নাহি আমায় বলো ॥ যেইজন তোমাদের শরণাগত হয়। এমন করে তার প্রতি বলা উচিত নয় ॥ রাধার কাছে চল বৃন্দে এক্ষণেতে যাই। দুজনাতে বলে কয়ে কথা গে কহাই ॥ তোমার কথা রাক্‌বে যথা শুন বৃন্দে বলি। নতু বা প্রাণ যাবে রাধা বি-চ্ছেদেতে জ্বলি ॥ যাও যাও ওহে বৃন্দে যাও একবারে। হাতে ধরে বিনয় করে বল্‌তেছি তোমারে ॥ আর জাব না সেই স্থানে বল্‌তেছি হে আমি। তব ছাড়া হব নাকো শুন

কমোলিনী। এত বলি বৃন্দে তখন কৃষ্ণ প্রতি কয়। পায়ে ধরে সাধ যদি তবে রাগ জায়॥ নতু বা সে কমোলিনীর রাগ নাহি জাবে। তোমাকে আমাকে দোঁহে বার করে দিবে॥ কৃষ্ণ বলে চল বৃন্দে এক্ষণেতে যাই। কিরূপে ভাঙ্গিব মান কমোলিনী রাই॥ দুজনাতে যুক্তি করে রাধার কাছে গেল। দেখিয়া শ্রীরাধা তখন জ্বলিয়া উঠিল॥ ক্রোধ ভরে রহিলেন কমোলিনী রাই। আমার কাছে আজকে হেথা এসো না কানাই॥ কৃষ্ণ বলে শুন বৃন্দে জেনেছি হে ভাল। আর কেন এখান হতে যাই আমরা চল॥ যে কথা বলেছ তুমি শুন বিবরণ। তাহার বৃত্তান্ত কথা বলে যাই এখন॥ ময়ুরের কথা তুমি আমায় বলে গেলে। ময়ূরপাকা কেন হরি মস্তকে ধরিলে॥ ময়ূর পাখা মস্তকেতে ধরি যে কারণ। পূর্ব্ব জন্মে ময়ূর পক্ষ ছিল কোনজন॥ সে সব কথা বেদে গাঁথা মিথ্যা কথা নয়। ময়ূরের কথা আমি বলিব সমুদয়॥ ত্রেতাযুগে জন্ম নিলাম দশরথের ঘরে। চারি অংশে হইল জন্ম রাষ্ট চরাচরে॥ পিতৃ সত্য পালিবারে গিয়াছিলাম বন। পঞ্চবটীর বনে থাকি আমরা তিন জন॥ মায়াকারী রাবণ ভগ্নী সুর্পণখা এলো। আমারে আসিয়া তিনি কত যে কহিল॥ ছল করে লক্ষ্মণ তার নাক কাণ কাটিল। কান্দিতে২ তখন গমন করিল॥ উপনীত হইল মৃগ মায়া বেশ ধারী। সীতা দেবি বলিলেন যোড়হাত করি॥

মৃগ মারি আন শীঘ্র কমোললোচন। মৃগ মারিবারে গেলেম রহিল লক্ষ্মণ ॥ এক বাণে সেই মৃগ মারিলাম যখন। লক্ষ্মণ বলিয়া মৃগ ত্যজিল জীবন ॥ তাহা শুনি সীতা তখন চিন্তিত হইল। লক্ষ্মণের প্রতি সীতা কহিতে লাগিল ॥ যাও যাও লক্ষ্মণ তুমি যাও শীঘ্রকরে। লক্ষ্মণ বলে একালা থাকিবে তুমি ঘরে ॥ গণ্ডী রেখা দিয়ে লক্ষ্মণ আমার কাছে যায়। ভীক্ষা ছলে রাবণ এসে সীতা নে পালায় ॥ সীতা হরে গেল রাবণ সমুদ্রের পারে। দু ভেয়েতে মৃগ মারি আইলাম কুঠিরে ॥ শূন্য কুঠির পড়ে আছে দেখিলাম তথায়। সীতা শোকে ভ্রমি বনে ভাই দুজনায় ॥ কেহ নাহি বলে সীতা কোন পথে গেল। পর্ব্বতে পড়িয়া দেখ এক পক্ষ ছিল ॥ তাহার কাছেতে গিয়া উপনীত হই। দুভেয়েতে গিয়ে তারে বিশেষ কথা কই ॥ পক্ষ বলে শুন ওহে কমোল লোচন। সীতা হরে লয়ে গেছে পাপীষ্ঠ রাবণ ॥ পথ মধ্যে আমি তারে ধরিলাম যখন। রথ শুদ্ধ রাবণেরে করিলাম ভক্ষণ ॥ অগ্নিবাণ সেই বেটা আমারে মারিল। অগ্নিবাণে দেখ আমার পাখা পুড়ে গেল ॥ সীতা দেবী আমায় দেখ বলিয়া গিয়াছে। আমার দুঃখের কথা সব বলো রামের কাছে ॥ যত দিন রামের সঙ্গে নাহি দেখা হবে। তত দিন শুন পক্ষ নাহিক মরিবে ॥ জটায়ু বলিলেন রাম আমার প্রাণ যায়। আমি বলিলাম পাখা ধরিব মাথায় ॥ ত্রেতা

যুগে ময়ূর দেখ জটাই পক্ষ ছিল। খাটী খাটি পরিপাটি জবাব হয়ে গেল ।। আমি একটি কথা বলি শুন বিবরণ। শ্রীরাধার পুত্র হইল কহ না এখন ।। কিবা নাম ধরে তারা কিরূপে জন্মিল। বিশেষ তত্ত্ব ঠিক যথার্থ সভার মাঝে বল ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বলে কিবল হরিপদ সার। ঢুলি দাদা বাজাও ঢোল বিদায় হই এবার ॥

শ্রীরাধার পুত্রের নামের জবাব।

জয় জয় জয় দুর্গা দুর্গতি নাশিনী। যশোদা ত্রিজয়া জন্ম যন্ত্রণা হারিণী ॥ মুক্তকেশী মাহেশ্বরী মাতঙ্গী মঙ্গলা। গণেশ জননী গঙ্গা গিরিরাজ বালা ।। শমন সাশন কর্ত্তৃ শম্ভু সোহাগিনী। কৌষিকী করালী কাম ভৈরিবি মন্ত্রণী ॥ পার্ব্বতী পরমেশ্বরী পশুপতি নারী। ত্রিগুণধারিণী মাগো ত্রিপুরা সুন্দরী ॥ বগলা বরদা বামা ব্রহ্মাণ্ড পালিনী পাপ তাপ রোগ শোক সব নিবারিণী ।। ভগবতী ভবানী ভৈরবী ভবদারা। সঙ্কটে শরণাগত সান্ত কর্ত্তৃ তারা ॥ যশোদা কুমারী জগদম্বা জগদ্ধাত্রী। চৈতন্য রূপিণী চণ্ডী চতুবর্গ দাত্রী ।। অসীতে অলকানন্দা অন্নদা অভয়া। সত্য সোনাতনী শ্যামা শঙ্করের জায়া ।। রাজরাজেশ্বরী মাগো রাবণ ঘাতিনী। রিপু ভয়ে রক্ষা কর্ত্তৃ রুদ্রের রমণী ।। অনাদ্যা অনন্তা তুমি অনন্ত রূপিণী। সৃজন পালন নাশ করুণা কারিণী ।। প্রকৃতি পুরুষ তুমি তুমি মূলাধার। তব মায়া

মহামায়া বুঝে সাধ্য কার ॥ ও মা কিঞ্চিৎ তোমার মর্ম্ম শিব বুঝিয়াছে। শার পদ ভেবে পদে অঙ্গ ঢালি দেছে ॥ ও মা তুমি জল তুমি স্থল তুমি জে অনল। স্থাবর জঙ্গম মাগো তুমি জে সকল ॥ করাল বদনী কালী কৈবল্যদায়িনী। দেখ কষ্ট হই মা নষ্ট জানাই গো ভবানী ॥ খড়্গোগ্রবী দিগাম্বরী ভ রব ভবানী। ক্ষেমঙ্করী প্রণাম করি শুন গো জননী ॥ গণেশ জননী তুমি জানাই মা তোমারে। গঙ্গা জলরূপে বিহার কর শিব শিরে ॥ ঘোররূপিণী তুমি জননী মিথ্যা কথা নয়। ঘোর বিপদে ঐ শ্রীপদে রেখো গো আমায় ॥ উমেশ্বরী চরণে ধরি বলতে ভয় পাই। উমা উমা বলে ডাকি মা আর কেহ মা নাই ॥ দেখ চণ্ডী আমায় ভাগী থেকো না মা ভুলে। কৃপা করে আজ আমারে রেখো চরণ তলে ॥ ফণি হয়ে ওরে মন না চিনিলি মণি। অচিন্ত অনন্ত রূপা যেই চিন্তামণি ॥ ভাবিয়াছি চিরদিন জাবে এই ভাবে। আয়েস করিয়া সদা বয়েস কাটাবে ॥ রঙ্গ ভঙ্গ করে জাবে লয়ে জাবে কালে। রঙ্গ তব সঙ্গ ছাড়াইবে সেই কালে ॥ জানন৷ কি তুমি জীব চঞ্চলা চপলা। পরের তে তোলা দেখে কেন রে উতলা ॥ ভাল মন্দ যেলে ভবে কেন রে এমন। নাহি কর সে জনার চরণ শরণ ॥ ব্রহ্ম কুলে জন্ম লয়ে ওরে মূঢ় মন। কুশাশোনে কুশার সনে নাহিক মিলন ॥ তাই বলি ওরে মন ভজ বিশ্ব তাৎ। বিশ্বনাথে

করপুটে কর প্রণিপাৎ ॥ কিছু দিন দিনভাবে কর দিন পাৎ। অন্তিমকালেতে আমার হয়ো গো সাক্ষাৎ॥ এই পর্য্যন্ত ভজন সাধন আমার হয়ে গেল। শ্রীরাধিকার কথা কিছু শুন গো সকল ॥ রাধিকার হইল পুত্র মিথ্যা কথা নয়। একে২ তোমার কাছে বল্‌ব সমুদয় ॥ গোলকে থাকিয়া রাধে ডিম্ব প্রশবিল। সেই ডিম্বে তিন পুত্র জনম হইল ॥ সেই তিন পুত্রের কিবা নাম শুন বলে যাই। সত্ত্ব রজ তম দেখ হইল তিন ভাই ॥ রাধিকার তিন পুত্র মিথ্যা কথা নয়। বেদে গাঁথা নয় অন্যথা বল্‌তেছি নিশ্চয় ॥ এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে গেল। আমার একটি কথা কিন্তু শুনলেত হয় ভাল ॥ একটি কথা তোমার কাছে করি জিজ্ঞাসন। খাটী খাটী পরিপাটি বলে যাও এখন ॥ কংস রাজা মহাতেজা মথুরাতে ধাম। তাহার ভগ্নি দেবকিনী জগতে বাখান ॥ সেই দেবকীর গর্ব্ভে অষ্ট পুত্র হয়। অষ্ট পুত্রের কিবা নাম কহ মহাশয় ॥ অষ্ট পুত্র বসুদেবের কারাগারে হলো। মিথ্যা কথা নয় মহাশয় সভার মাঝে বল ॥ ঈশ্বরচন্দ্র লাগায় ধন্দ বালাখানায় বাড়ী। হরিপদ ভেবে আমি তরজা কবি করি ॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাই ॥ হরি হরি বল সবে আর কেহ নাই ॥

## বসুদেবের অষ্ট পুত্রের নামের জবাব।

যে কথা কহিলে বৃন্দে মিথ্যা কথা নয়। তোমার কথা শুনে আজ এখানে পরাণ যুড়ায়॥ কি জন্যেতে বল বৃন্দে রাধা বিনোদিনী। আমার সঙ্গে কথা নাহি কয় কমোলিনী কি দোষ হয়েছে আমার কি দোষ হয়েছে। পূর্ব্ব কথা আমার কিছু মনে পড়ে গেছে॥ ভানু কন্যা মহাধন্যা মান ভরে আছে। কেমন করে বল বৃন্দে জাব তার কাছে॥ গোচারণে যখন আমি গহন বনে জাই। তোমাদের সঙ্গেতে দেখা সেই খানেতে ভাই॥ কত লীলে প্রকাশিলে গহন কাননে। আজ কেন আমার প্রতি বিরস বদনে॥ উঠ২ কথা কহ ওহে কমোলিনী। গহন বনে গোপীর সনে চল হে এখনি॥ বৃন্দে বলে পায়ে ধর ওহে গুণমণি। সচেতন হবে তবে তোমার কমোলিনী॥ হেট মাথে কমোলিনীর পায়েতে ধরিল। সচেতন হয়ে রাধা কহিতে লাগিল॥ যাও যাও কালাচাঁদ যাও কুঞ্জে হতে। এখান হতে চলে যাও চন্দ্রার কাছেতে॥ কৃষ্ণ বলে শুন প্রিয়ে আমার বচন। তোমা ছাড়া কোন স্থানে যাই হে কখন॥ এত বলি দুজনাতে মিলন হইল। চন্দ্রা প্রতি তখন রাধে ভৎসনা করিল লজ্জা নাহি ওলো চন্দ্রা লজ্জা নাহি তোর। চুপি চুপি কেমন করে কল্লি নিশি ভোর॥ তখন রাধার সনে বৃন্দাবনে চন্দ্রার ঝকড়া হলো। দুজনাতে ঝকড়াকরে কথা না কহিলো

ভুজনাকে তখন কৃষ্ণ হাতেতে ধরিল। ভুজনার মান হরি আপনি রাখিল ॥ হেঁসে২ কথা কয় গোপীকার সনে। বৃন্দে বলে ওসব কথা ছাড় হে এক্ষণে ॥ আমি তোমায় যে কথাটি জিজ্ঞাসা করেছি। কেমন করে দিবে জবাব মনেতে ভাব্‌ভেছি ॥ ও হে কৃষ্ণ বলো স্পষ্ট অষ্ট ভেয়ের কথা। কৃষ্ণ বলে শুন বৃন্দে বলে যাই যথা ॥ যে প্রকারে আমরা হে অষ্ট ভাই হই। একে২ তোমার কাছে স্পষ্ট কথা কই ॥ কংস রাজা মহাতেজা দর্প যে বাড়িল। দেবগণে সর্ব্বজনে ভাবিতে লাগিল ॥ কংসের দৌরাত্ম্য মোরা সইতে পারি নাই। কি হবে উপায় ইহার কর না গোসাঞি ॥ দেবগণে কহিলাম শুন বিবরণ। অষ্টম গর্ভেতে আমি লইব জনম ॥ মরিচীর শাত পুত্রের অভিশাপ ছিল। একে একে শাতপুত্র জন্ম আসি নিল ॥ প্রথমে হইল পুত্র শুন সমুদয়। কি নাম ধরেন তিনি কহিব নিশ্চয় ॥ কির্ত্তিমন্ত ধরে নাম জেষ্ঠ সেই ছিল। কংস হাতে বিনাশ হয়ে উদ্ধার হয়ে গেল ॥ দ্বিতীয়ে জন্মিল পুত্র সরভ তার নাম। কংসহাতে ধ্বংশ হলো জগতে বাখান ॥ তৃতীয়ে হইল পুত্র উৎগীত নাম ধরে। আছাড় মারিতে কংস গেল স্বর্গপুরে ॥ চতুর্থে জন্মিল পুত্র পরিশঙ্গ নাম। বিনাশ করিল তারে কংস গুণধাম ॥ পঞ্চমেতে হইল পুত্র পতঙ্গ নাম ধরে। বসুদেব লয়ে দিল কংস রাজার করে ॥ ষষ্ঠমেতে হয় পুত্র ক্ষুদ্রভুক নাম।

বিনাশ করিল কংস বসু বিদ্যমান ।। সপ্তমে জন্মিল পুত্র ঘৃণীক নাম ধরে। বিনাশ করিল কংস রাষ্ট চরাচরে ॥ অষ্টম গর্ভেতে দেখ আমার জন্ম হয়। বসুদেব রাখি গেল নন্দের আলয় ।। নন্দ পিতা আমায় হেতা পালন করিল। অষ্ট ভেয়ের নামের কথা জবাব হয়ে গেল ॥ আর এক কথা বলি হেথা শুন দিয়া মন। বেদে গাথা নয় অন্যথা বলে যাই এখন ।। গরুড় মহাবীর দেখ কশ্যপনন্দন। বাহু বলে জিনেছিল এতিন ভুবন ।। বালখিল্ল মুনিবরে পক্ষ ইন্দ্র হলো। তবে কেন নররূপ ধারণ করিল ॥ হয়ে নর পক্ষবর কোন স্থানে গেল। কোন স্থানে গিয়া তার কি নাম হইল ॥ নর মূর্ত্তি ধরে গরুড় গিয়েছিল কোথা। কিবা নাম হলো তার বলে জাবে যথা ॥ ঈশ্বরচন্দ্র মনের সন্দ হতেছে এখন। বেদমাতা আজ্‌কে হেথা দিবেন শ্রীচরণ ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। আবাল বৃদ্ধ সভা শুদ্ধ বল হরি হরি ।।

গরুড়ের মনুষ্য ধারণের জবাব।

আমি রাধার দাসী পরম খুসী শুন বংশীধারি। বাঁশী-স্বরে গোপীদের কর মন চুরি ॥ জাত কুল সব গেল তোমার বাঁশীরস্বরে। বাজালে বাঁশী হই উদাসী থাক্তে নারি ঘরে ॥ শুন হরি বংশীধারি করি নিবেদন। ত্যাজ্য করে গোপীকারে জাবে কি কারণ ।। শুনিলাম ব্রজপুরে

অক্রুর এসেছে । নিমন্ত্রণ পত্র না কি তোমাদের দিয়েছে ॥ শুনে অকস্মাৎ বজ্রাঘাত গোপীকাদের হলো । কেমন করে সবাকারে ছেড়ে জাবে বল ॥ ও হে হরি দণ্ডধারী শ্রীমধুসুদন । তব চরণ লয়ে শরণ করি প্রাণ ধারণ ॥ কেমন করে থাক্‌বো ঘরে ওহে নারায়ণ । শুন্তে পাই ত্যাজ্য করে জাবে বৃন্দাবন ॥ বৃন্দাবনের লীলা খেলা সকলি ছাড়িবে । অক্রুরের সঙ্গে তুমি মথুরাতে জাবে ॥ কেমন করে যশোদারে বুঝাবে হে হরি । কেমন করে থাক্‌বে ঘরে বল তোমার প্যারি ॥ জেও না জেও না হরি জেও না হে তুমি । জোর করে আজ তোমারে বল্‌তেছি হে আমি ॥ শুন শুন ওহে হরি শুন বিবরণ । নন্দের ঘরে নয়ন ঠেরে ডাক্‌বে কোন জন ॥ কদম্ব তলে গোপী সকলে দিবা নিশী জায় । তব মনে গহন বনে পরাণ যুড়ায় ॥ গৃহ বাশ ত্যজ্য করে তব শরণ নেছে । ঊর্দ্ধ মুখে গোপী সবে এক দৃষ্টে আছে ॥ যশোদা তোমার জননী মিথ্যা কথা নয় । পাগল করে বুঝি তারে জাবে হে কানাই ॥ প্রভাত কালে ননী তুলে প্রত্যবধি দেয় । যশোদার প্রাণধন তুমি দয়াময় ॥ যত ব্রজ বালকেরা তব কাছে রয় । তাদের ছেড়ে কেমন করে জাবে মথুরায় ॥ ঊর্দ্ধ মুখে ধেনু সবে এক দৃষ্টে আছে । ঘাস জল ত্যজ্য করে ভূতলে শুয়েছে ॥ মধুবনে পক্ষীগণে সবে মেলি থাকে । কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি তারা দিবা নিশি ডাকে । দেখ দেখ

ওহে হরি এ সকল ছেড়ে। রাধিকা শুনিলে কথা মরিবে এবারে ।। যদি শুনে বিনোদিনী কমলিনী রাই। শুনে প্রাণ ত্যাজিবেন এখনি কানাই॥ এখান হতে মথুরাতে জেতে পাবে নাই। যদি জাও সেই স্থানে আমাদের দোহাই ।। একান্ত তোমারে হরি জেতে নাহি দিব। কাছে২ করে তোমায় নিরান্তর দেখিব ।। জেতে তোমায় দিব নাহে মথুরা নগরে। গেলে পরে আসিবে না জেনেছি এবারে ॥ শুন শুন ওহে কৃষ্ণ শুন তবে বলি। আমার প্রতি চাপান দেছ আজ্‌কে বনমালী ।। ভাল বেশে তুমি এসে চাপান দিয়ে গেলে। গরুড়ের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ॥ হয়ে নর পক্ষবর কোন স্থানে গেছে। সেই স্থানে গিয়া তার নাম কি হয়েছে ।। সে সব কথা বেদে গাঁথা মিথ্যা কথা নয়। কাশীখণ্ডের কথা কিছু শুন সমুদয় ।। জাননা জাননা হরি ভুলে কি হে গেলে। কাশী পুরে গিয়া তুমি লীলা প্রকাসিলে ।। বুদ অবতার হরি আপনি হইলে। কাশীপুরে এক বারিক নির্ম্মাণ করিলে ॥ লক্ষ্মী সহ সেই স্থানে গরুড় সহিৎ ছিলে। একোত্তরে তিন জনে মায়া বেপাতিলে ॥ পুণ্যকির্ত্তি নাম হরি আপনি ধরিলে। বিজ্ঞানকুমদি লক্ষ্মী নাম প্রকাসিলে ।। বিনয় কির্ত্তি নাম তুমি গরুড়ের রাখিলে। সে সব কথা ওহে হরি সকল ভুলে গেলে ।। কাশীপুরে নর রূপ গরুড় ধরিল। বিনয়কির্ত্তি নাম দেখ সেই স্থানে হইল ।।

এক্ষণেতে তোমার তরজার জবাব হয়ে গেল । আমার একটি কথা কিছু শুন্‌লে তো হয় ভাল ॥ নারিগণে বধ প্রাণে মিথ্যা কথা নয় । কোন বাণে বধ হরি বল না নিশ্চয় ॥ মদনের পঞ্চ বাণে প্রাণ জ্বলে জায় । দিবানিশি দাবানলে পোড়ে হে হৃদয় ॥ মদনের পঞ্চবাণ কিবা নাম ধরে । প্রকাশ করে ওহে হরি বলিবে আশোরে । কি কি নাম ধরে পঞ্চ মদনের বাণ । ঈশ্বরচন্দ্র লাগায় ধন্দ কর এর সন্ধান ॥ এক্ষণেতে আশোর হতে বিদায় হয়ে যাও । তুলি দাদা বাজাও ঢোল হরি বল ভাই ॥

মদনের পঞ্চবাণের নামের জবাব ।

শুন শুন ওহে বৃন্দে শুন মোর বচন । কি জন্য ভাবনা কর বলনা এখন ॥ মথুরা নগর হইতে পত্র সে এসেছে । মিথ্যা কথা বলি নাকো তোমাদের কাছে । এসেছেন অক্রুর মুনি রথ সর্জ্জা করি । আমাদের লইয়া জাবে মথুরা নগরি ॥ দুই জনে সেই স্থানে আমরা যাইবো । তিন দিন পরে মোরা ফিরিয়া আসিব ॥ তাহার জন্যে ওহে বৃন্দে কিসের ভাবনা । আমাদের মনের কথা তুমি কি জাননা ॥ জেনে শুনে কেমন কথা বলহ এখন । রাধার কাছেতে তুমি করহ গমন ॥ দেখ দেখ বিনোদিনী কমোলিনী রাই । ভাবনা করে না জেন তোমাদের জানাই ॥ যজ্ঞ দেখিবারে মোরা দুইভাই জাবো । বৃন্দাবনে পুনরায় ফিরিয়া আসিব ॥ সত্য কথা বলি দেখা

তোমার কাছেতে। প্রাতঃকালে জাব মোরা অক্রুরের রথে ॥ কমলিনী রাজনন্দিনী রৈল তব কাছে। আমি হরি বংশীধারি বলি নাহে মিছে ॥ ভেবনা ভেবনা সবে ভেবনা হে মনে। পুনশ্চ আসিব মোরা ভাই দুইজনে ॥ ভাব্না কি তোমাদের বৃন্দে পাল্টা যে আসিব। আসিয়া কদম্ব তলে বাঁশরী বাজাব ॥ আসিয়া গহন বনে ধেনু চরাইব। যশোদা জননীর কাছে নবনী খাইব ॥ রাধার সনে গহন বনে পুনরায় জাব। বৃন্দাবনে গোপীর সনে রাসেতে বসিব ॥ তিন দিন পরে ব্রজপুরে আমরা আসিব। তোদের ঘরে রাত দুপরে ছেনা ননী খাব ॥ এম্নি করে তোমাদের বনে লয়ে জাব। একোত্তরে বনে বনে ধেনু সব চরাব ॥ এখান হতে এখন বৃন্দে বিদায় হয়ে যাও। কমোলিনী রাজনন্দিনী তাহারে বুঝাও ॥ প্রভাতে উঠিয়া মোরা অক্রুরের সনে। মথুরা নগরে জাব ভাই দুই জনে ॥ এ সব কথা ওহে বৃন্দে ছাড় হে এখন। চাপান দিয়ে গেছ তুমি বলি বিবরণ ॥ ভাল বেশে বৃন্দে এসে চাপান দিয়ে গেছে। শাস্ত্র কথা বলি হেথা দশজনের কাছে ॥ যে কথা জিজ্ঞাসা আমায় করিলে এখন। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন দিয়া মন ॥ মদ-নের পঞ্চবাণ মিথ্যা কথা নয়। কি কি নাম ধরে তারা শুন সমুদয় ॥ বসন্ত কালেতে যখন ককিল কুহরে। তাহা দেখি মদন তখন পঞ্চ শর ছাড়ে ॥ ফুল গুণ ফুল তূণ ফুলের করে

বাণ। দুই হাতেতে বীরবর করেন সন্ধান।। যখন সেই ফুল অস্ত্র ছাড়ে বীরবর। অবশ্য নরের তখন দহে কলেবর॥ সেইবাণে মুর্চ্ছা হয় নারী আর পুরুষে। একে একে বলি নাম শুন অবশেষে॥ এক বাণের নাম দেখ সন্তাপন নিশ্চয়। দ্বিতীয় বাণের নাম সন্‌পাতন হয়॥ তৃতীয় বাণের নাম সনক্ষেপণ ছিল। চতুর্থ সনমোহন হয় শুন হে সকল।। সুষক মোহন নাম পঞ্চ বাণের হলো। খাটী খাটী পরিপাটি জবাব হয়ে গেল॥ আর এক মতে পঞ্চবাণের নাম বলে যাই। যোরে যারে রাখ্‌ব নাহে তোমাদের জানাই॥ শুনেছি পুরাণে আমি দুই রকমের নাম। তোমাদের কা-ছেতে আমি বলিব সন্ধান।। বেধ নামে এক বাণ শুনেছি পুরাণে। অস্নু নামে আর বাণ শুন সর্ব্বজনে॥ ঋক নামে হয় বাণ শুন মহাশয়। নল নামে হয় বাণ কহিলাম নিশ্চয় বংশ নামে মদনের পঞ্চবাণ ছিল। দুই রকমে তোমার হেথা জবাব হয়ে গেল।। এই পর্য্যন্ত তোমার তরজার জবাব হয়ে জায়। আমার একটি কথা হেথা শুন সমুদয়।। আদ্যাশক্তি ভগবতী হরের গৃহিণী। জার পতি পশুপতি দেব শূলপাণি।। জগৎ মাতা হন তিনি জগত সংসারে। তাহার দুই পুত্র আছে রাষ্ট চরাচরে।। কার্ত্তিক গণেশ দুই পুত্র এই মোরা জানি। শিবের ছয় পুত্রের নাম কহ গুণ মণি।। ঈশ্বরচন্দ্র মনের সন্ধ ঘুচিয়ে এবার জাবো। দুর্গা

নামে ডঙ্কা মেরে ভব পার হবো ॥ এই পর্য্যন্ত হলেম ক্ষান্ত রাধাকান্ত স্মরি। আবাল বৃদ্ধ সভা শুদ্ধ বল হরি হরি ॥

মহাদেবের ছয় পুত্রের জবাব।

প্রভাত কালে যজ্ঞস্থলে জাবে বংশীধারি। তোমার কথা শুনে আজ এখানে আমরা প্রাণে মরি ॥ আমরা অবলা কুলবালা না জানি এজ্বালা। ওহে নারী বোধে মনের সাদে জাবে চিকণকালা ॥ এই কি মনে ছিল তোমার এই কি মনে ছিল। আজ ব্রজপুরী আঁধার করি জাবে কোথা বল ॥ দিবা নিশী কালশশী হেরি হে নয়নে। অনাথ করে গোপীকারে যাইবে কেমনে ॥ হরি তব সঙ্গে জাব মোরা বলি হে এখন। নতুবা তোমার কাছে ত্যজিব জীবন ॥ কেমনে অক্রুর মুনি তোমায় লয়ে জাবে। নারী বধের পাপ সেই মুনিরে লাগিবে ॥ নারী বধের পাপ ভারি শুন বংশী ধারি। তব বিনে মরিবেক যত ব্রজপুরী ॥ ব্রজনারী সারি সারি দাণ্ডায়ে রয়েছে। চক্ষের জলে বক্ষস্থলে দেখ হে ভাসিছে ॥ কমোলিনী রাজনন্দিনী ভূতলে পড়েছে। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি প্রাণ ত্যজে পাছে ॥ কৃষ্ণ বিনে নাহি জানে অন্য কোন জন। হেন কৃষ্ণ ছেড়ে যাও কিসের কা- রণ ॥ জলপান করে স্নান তব চরণ দেখে। মোনের দুঃখ ঘুচে জায় থাকে তব সুখে ॥ তব চরণ না দেখিলে কিছু নাহি খায়। তব মুখ দেখে পায় শীতল হৃদয় ॥ হৃদয়েতে

মনের সাধে তোমারে রাখিবে। তব পদ সেবা করে পরাণ যুড়াবে॥ ফুলের পালঙ্ক করি তোমারে শোয়াবে। অগোর চন্দন আনি অঙ্গে লেপে দিবে॥ মস্‌লা ভরা মিঠা পান তোমার বদনে। রাখিবে তোমারে প্যারী নয়নের কোণে অম্বরী তামাক হরি সাজিয়া যে দিবো। বনমালা আনি তব গলেতে পরাবো॥ ওহে দুজনে শয়ন করি থাকিবে পালঙ্কে চামর ঢুলাব মোরা যত সখী সঙ্গে॥ হরি এত করি বুঝয়ে মরি বুঝেত বুঝে না। নারীগণে আজ এখানে একান্ত বধো না॥ রথোচক্র ধরে আজ তোমারে রাখিবো। নতু বা ঐ রথচক্রে পরাণ ত্যজিবো॥ হাহা রবে সখী সবে করেন রোদন। আসিবে কি না আসিবে বলে যাও এখন॥ ব্রজ পুরী আঁধার করি চলিলেন হরি। প্রাণ ত্যজে সভার মাঝে রহিলেন প্যারী॥ তোমা বিনে সর্ব্বজনে মরিয়া রহিল। আপনি আসিয়া ফিরে বাঁচাবে সকল॥ দেখ দেখ ওহে নাথ ভুলে হে থেক না। নারী বধের পাপ জেন তোমারে ঘটে না॥ এই অবধি ওহে কৃষ্ণ বুঝয়ে তোমায় যাই। যুগে যুগে ঐ চরণ জেন মোরা পাই॥ আর কি অধিক কব ওহে তুমি নারায়ণ। চাপান দিয়ে গেছ আমায় হইল শরণ॥ মহাদেবের ছেলের কথা আমারে কহিলে। মহাদেবের ছয় পুত্র হইল কোন কালে॥ কার্ত্তিক গণেশ দুই পুত্র মিথ্যা কথা নয়। আর চার পুত্রের কথা কহিলে আমায়॥ আর

চার পুত্র কোথা জন্মেছিল কবো। তোমার তরজার জবাব দিয়ে পরাণ জুড়াব ॥ এক দিন মহাদেব বৃষ পরে চড়ি। চলিলো কুচনী পাড়ায় মুখে বলে হরি ॥ যত কোচের নারী সারি সারি দেখিতে আসিলো। এলো থেলো হয়ে শীবের কাছেতে বসিলো ॥ নাম রেবতী সেইযুবতী সিদ্ধি বেটে দেয় রসোরঙ্গে তাহার সঙ্গে পরাণ জুড়ায় ॥ কিছু দিন সেই স্থানে মহাদেব রহিলো। সেই রেবতীর গর্ব্ভে এক সন্তান জন্মিলো ॥ পঞ্চানন নাম তার মিথ্যা কথা নয়। আর তিন পুত্রের কথা শুন সমুদয় ॥ পোউশ রাজার ঘরেতে যখন জন্ম নিলো। বেতাল ভৈরব নামে পুত্র দুই হলো ॥ চাশ চশিতে সদাশিব পুনরায় গেলো। ধান্য ক্ষেতে ছেঁচে জল মৎস্য যে ধরিলো ॥ ভীম নামে এক পুত্র সেই স্থানে হয়। ভগবতী লয়ে পুত্র কৈলাসেতে জায় ॥ ছয় পুত্র মহাদেবের দেখ না হয়েছে। খাটী খাটী জবাব তোমার বলি দশের কাছে ॥ তোমার তরজাব এক্ষণেতে জবাব হয়ে গেলো। শাস্ত্রের কথা বলি হেথা শুনিবে সকল ॥ হরি তব প্যারি রাই কিশোরী জানে সর্ব্বজন। কি কারণে মা বলে না কহ বিবরণ ॥ রাধিকারে এসংসারে মা নাহি বলিলো। কি জন্য বলে না মাতা সভার মাঝে বলো ॥ ঈশ্বর কয় মহাশয় বাদ্‌লো বিষম গোল। হরি হরি বলো সবে বাজাও ঢুলি ঢোল ॥

## রাধিকার জবাব।

বারে বারে আর আমারে তুমি হে বলোনা। মনের কথা ওহে হরি জেনে কি জাননা॥ তোমাদের ছাড়া আমি তিলেক মাত্র নই। চিরকাল রাধার প্রেমে বাঁধা আমি রই॥ রাধা বিনে অন্য জনে আমি নাহি জানি। প্রাণ ধন হয় আমার সেই কমোলিনী॥ তার সনে বৃন্দাবনে তুমি হে থাকিবে। যজ্ঞ দেখি এলে পরে আমায় তুমি দিবে॥ বৃন্দাবন ছাড়া কিন্তু তিলেক মাত্র নয়। দেখ দেখ মনে রেখো বলে জাই নিশ্চয়॥ এক্ষণেতে থাক্তে বৃন্দে আমি পার্‌ব নাই। সকলেতে থাকো তোমরা আমি বলে জাই॥ এবারেতে তোমার কথার জবাব দিয়ে জাবো। কিজন্য মা বলে নাকো সেই কথাটী কবো॥ রাধিকারে মা বলে না কিসের জন্যতে। গোপ্ত কথা আজ্ হেতা বলে জাই সভাতে॥ গোলোকেতে থাকি মোরা মিথ্যা কথা নয়। তাহার বৃত্তান্ত কিছু শুন সমুদয়॥ বিরোজা আমার নারী গোলোকেতে ছিলো। এক দিন নিশিযোগে গমন আমার হলো॥ নিশিযোগে থাকি আমি বিরোজা ভবনে। দেখিয়া জাইল রাধার সখী এক জনে॥ সখী গিয়ে রাধার কাছে সকলি কহিলো। শুনিয়া শ্রীরাধার তখন ক্রোধ যে বাড়িলো। রথে চড়ি শ্রীরাধিকা করিল গমন। বিরোজা ভবনে আসি দিল দরশন॥ শুনিলাম শ্রীরাধিকা বিরোজা ভবনে। অন্তর্দ্ধান হলেম আমি

কেহ নাহি জানে ।। রাধার ভয়ে বিরোজা সে জলরূপী হলো খুজিয়া বেড়ায় রাধা কারে না দেখিলো ।। জানিল মনেতে রাধা জলরূপ হয়েছে । হেঁলো আমার ভয়ে জল হলি কেন আজ মিছে ।। ধিকথাক ওবিরোজা ধিকথাক তোরে । আমার ভয়ে হলি নদী বলনা কেমন করে ।। কৃষ্ণ লয়ে থাক্‌বি সুখে যদি মনে ছিলো । তবে কেন তোর কৃষ্ণ ভয়েতে পালালো ।। তুই ভয়ে নদী হলি কৃষ্ণ কোথা গেলো । লজ্জা নাইকো দুজনার এই মনে ছিলো ।। সেখান হইতে শ্রীরাধিকা করিল গমন । আপনার মন্দিরে আসি করিল শয়ন ।। ক্ষণেক কাল বিলম্বেতে আমি সেথা যাই । রাধিকা আছেন সুয়ে আমি দেখ্‌তে পাই ।। আমার কাছে থেকে কৃষ্ণ জাও হে এখন । নদী লয়ে কর বাশ শুন বিবরণ ।। আমার কাছেতে হরি নাহিক আসিবে । বিরোজার কাছে তুমি চিরকাল থাকিবে ।। বারবার আমার প্রতি ভৎর্সনা করিলো । ছিদাম থাকিয়া তখন উত্তর করিলো ।। কি কারণে পীতার সনে ঝক্‌ড়া তুমি কর । কুবোল বোলোনা মাগো একটু ধৈর্য্য ধর ।। তাহা শুনি রাধিকার ক্রোধ যে বাড়িলো । ছিদামের প্রতি তখন অভিশাপ দিলো ।। অসুর কুলেতে তোর জনম হইবে । দিলাম শাপ হবে পাপ বৃন্দে তুমি পাবে ।। তখন ছিদাম বলেন মাগো কি দোস হইল । কি দোষেতে অভিশাপ অ মার প্রতি বলো ।। বিনা দোষে দিলে শাপ আমার

প্রতি তুমি। তোমার প্রতি অভিশাপ দিয়ে জাব আমি॥ ত্রিজগতের মধ্যে তোমায় মা নাহি বলিবে। বলি এখানে সর্ব্বজনে শুনে জাও তবে॥ মা নাহি বলিবে তোমায় শুন গো জননী। এই অভিশাপ তোমায় এখন দিয়ে যাই আমি তারি জন্য শ্রীরাধাকে মা নাহিক বলে। খাটাখাটী দিলাম জবাব শুনিলে সকলে॥ এইপর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড সাঙ্গ হল ভাই ছুই জনে মিলে সভাতলে গোষ্ঠ গেয়ে জাই॥

---

গোষ্ঠ।

আমি হই তোমার মা নন্দরাণী। মা বলে আয় রে কোলে সাধনের ধন চিন্তামণি॥ ধর্ তা

দেখ নারদ মুখে শুনে রাণী শ্রীকৃষ্ণের কথা বার্ত্ত শুনে বলে রাণী আমি যাব সেথা॥ ওগো আসি তখন নন্দ রাজা বারণ করিলো। নন্দরাণী বলে সবে প্রভাসেতে চলো ওগো না শুনে নন্দের বাধা চলে নন্দরাণী। উচ্চৈঃস্বরে বলে কোলে আয় রে নিলমণি॥ ওগো দুনয়নে শত ধারা বহে অবিশ্রান্ত। ক্ষণে বলে আমার কৃষ্ণ ক্ষণে হয় ভ্রান্ত॥ ওগো পথে চলে জেতে রাণী পড়ে ধরাতলে। উচ্চৈঃস্বরে নন্দরাণী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে॥ যেমন রাহু ভয়ে শশী ব্যস্ত খেলায় ব্যস্ত ছেলে। জজমেনে ব্রাহ্মণ ব্যস্ত পূজার বেলা হলে॥ ওগো জ্বরের পিপাসায় ব্যস্ত জেমন হয় রুগী।

শৈকরা ব্যস্ত বিয়ের কর্ম্মে যোগে ব্যস্ত যোগী ॥ ফলারে ব্রাহ্মণ ব্যস্ত নিমন্ত্রণে জেতে। পুত্র ব্যস্ত পিতা মাতায় জ্ঞানে গঙ্গা দিতে ॥ যেমন লীলা প্রকাশিতে ব্যস্ত আপনি শ্রীহরি। অসুর বিনাশীতে ব্যস্ত ত্রিপুরা সুন্দরী ॥ যেমন শ্রাদ্ধ কালে ভাট ব্যস্ত মণি হারা ফণি। তেম্নি ব্যস্ত নন্দরাণী হেরিতে নীলমণি ॥ বৎস্য হারা হলে যেমন গাভী হয় কাতরা। অভিমন্যুর শোকানলে অর্জ্জুন হলো জ্বরা ॥ ফণিমণি হারাইলে প্রাণ ত্যজে তায়। দরিদ্রের চুরি গেলে হটাৎ মারা জায় ॥ বড় আশায় ভঙ্গ হলে দরিদ্র কি থাকে। বৈশাখের রৌদ্রে চাতক জল দে বলে ডাকে ॥ যন্ত্রী হারা জীয়ন্তে মরা যন্ত্র হারাইলে। ঘোরপাতকীর দুখ যেমন নরক কুণ্ডে ফেলে ॥ যেমন সরোবরে জল সুখালে মৎস্য হয় সারা। কৃষ্ণ শোকে নন্দরাণী তেম্নি সকাতরা ॥ চলিল যশোদা রাণী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। ভাষায় প্রভাস তীর্থ ছুটি চক্ষের জলে ॥ সুন্তে পারে বলরাম বলে হায় হায়। কি কর হে ভাই কানাই চলো পায় পায় ॥ শত বৎসর শুনি নাই এমন স্নেহ বাক্য। মায়েরে তুসীতে শীঘ্র চলো কমলাক্ষ্য ॥ শুনে তখন আস্তে ব্যস্তে জান বংশীধারী। দূরে হতে রাণী কৃষ্ণ রূপ দৃষ্ট করি ॥ বলে আয়রে নীলকান্তমণি একবার কোলে আয়। আয় আয় আয় কৃষ্ণ পরাণ যুড়ায় ॥ এসেছি তাপীত কায়ায় যুড়াতে ছায়ায়। আয় রে গোকুলে

তোরে সকলে খেয়ায় ॥ শুনিয়ে মায়ের বাক্য চক্রপাণি কৃষ্ণ। সজল নয়নে মায়ের চরণ করে দৃষ্ট ॥ বল গো জননী কোথা পিতা পরমেষ্ট। শত বৎসর পরে হলো আজ শুভ দৃষ্ট ॥ পুত্র হয়ে কত আমি দিয়েছি গো কষ্ট। জ্যেষ্ঠ বলাই দাদা আর আমি যে কনিষ্ঠ ॥ মা রোহিণী আসিবে কি প্রভাস যজ্ঞেতে। যুড়াব তাপীত দেহ মোরা দুভেয়েতে ॥ তখন কান্দিয়ে যশোদা রাণী কহেন বচন। সকলে আসিবে যজ্ঞে ওরে কৃষ্ণ ধন ॥ যজ্ঞস্থলে সবে মিলে আনন্দ হইলো। আশোর হতে হলেম বিদায় হরি হরি বলো ॥

আড়াই তাল। তারকেশ্বরের মহিমা বর্ণন।

বলি কিবা লীলে প্রকাশিলে রাষ্ট চরাচর। মাটী ফেটে দেখ উঠে প্রভু তারকেশ্বর ॥ কেহ নাহি জানে। কেহ নাহি জানে সেই স্থানে বনের ভিতরে। না জানিলে কেবা প্রভূর বলো পূজা করে ॥ শীলা মুর্ত্তি ধরে। শীলা মূর্ত্তি ধরে আছে পড়ে দেব ত্রিলোচন। সেই বনে রাখালগণে চরায় ধেনুগণ ॥ যত বালকগণে। যত বালকগণে সেইবনে ধেনু লয়ে জায়। পাচন বাড়ী দিয়ে তারা ধান্য ভেঁনে খায় ॥ দেখ তারকেশ্বরে। দেখ তারকেশ্বরে শির পরে ধান্য যে ভাঙ্গিলো। রাখালগণে ত্রিলোচনে নাহিক জানিলো ॥ প্রভূর কিবা লীলে। প্রভুর কিবা লীলে মস্তক দিলে ধান্য ভাঙ্গিবারে। কার শক্তি হেন ব্যক্তি বলো

কেবা পারে ॥ দ্বাপর শেষে হলো। দ্বাপর শেষে হলো শুন সকল ওগো মহাশয়। কৃষ্ণ সনে বৃন্দাবনে জে জন রাখাল রয় ॥ দেখ ভক্তি জোরে। দেখ ভক্তি জোরে নন্দের ঘরে বাধা বয়ে ছিলো। প্রথম কলি হতে প্রভু মাথা পাতি নিলো ॥ দেখ নন্দের ঘরে। দেখ নন্দের ঘরে ননীর তরে সদয় নারায়ণ। মুকুন্দ ঘোষেরে সদয় হলেন ত্রিলোচন ॥ কিন্তু গাভীর জোরে। কিন্তু গাভীর জোরে তারকেশ্বরে মুকুন্দ পাইলো। মুকুন্দ ঘোষের গাভী দুগ্ধ দিয়েছিলো ॥ শুন সর্ব্বজনে। শুন সর্ব্বজনে সেই স্থানে বর্ত্তমান আছে। পাসান কায়া ধরে গাভী সম্মুখে রয়েছে ॥ দেখ পূর্ব্বধারে। দেখ পূর্ব্বধারে আছে পড়ে মুকুন্দমুরারি। দুগ্ধ লয়ে দেয় গিয়ে যত নরনারী ॥ আছে পশ্চিম ধারে। আছে পশ্চিম ধারে জোড় করে নাম মোহন গিরি। মহান্ত রূপেতে পুজা করিলো শ্রীহরি ॥ তিনি স্বর্গে গেল। তিনি স্বর্গে গেল শুন সকল হরি হরের কথা। হরি গেল রৈল হর কলি যুগে যথা ॥ মানব উদ্ধারিতে। মানব উদ্ধারিতে সকল জেতের বিচার নাহি করে। ছত্রিশ বর্ণে পূজেন গিয়ে প্রভু তারকেশ্বরে ॥ যেমন কুরুক্ষেত্রে। যেমন কুরুক্ষেত্রে সকল জেতে দক্ষিণেতে জায়। সকল জেতে খায় অন্ন বিচার নাই সেথায় ॥ তেম্নি তারকেশ্বরে। তেম্নি তারকেশ্বরে ত্রিসংসারে মান্য যে করিলো। গঙ্গা জলে বিল্বদলে পূজে গে সকল ॥ একি অসম্ভব

একি অসম্ভব শুন সব ওগো মহাশয়। বলিদ্বার হতে যখন কলি ছেড়ে দেয়॥ শুন সর্ব্বজনে। শুন সর্ব্বজনে হর্ষ্যমনে বিশেষ বিবরণ। কলিরে বলিল দেখ দেব নারায়ণ॥ শুন আমি বলি। শুন আমি বলি ওহে কলি শুনিবে এক্ষণে। ছুই রেখে জেও তুমি বলে যাই এস্থানে॥ শুনে কলি বলে। শুনে কলি বলে সভা তলে নাহিক শুনিব। এক বই ছুই আমি নাহিক মানিব॥ কলি প্রকাশ হলো। কলি প্রকাশ হলো শুন সকল রাষ্ট চরাচরে। কলি ঘোরে এসংসারে বিচার নাহি করে॥ শুন সকলেতে। শুন সকলেতে আজ সভাতে মিথ্যা কথা নয়। তারি জন্য এক মান্য করে মহাশয়॥ বলি একের কথা। বলি একের কথা আমি হেথা সভা বিদ্যমানে। এক ব্রহ্ম বলে দেখ রাষ্ট ত্রিভুবনে॥ দেখ এক চন্দ্র। দেখ এক চন্দ্র নাইকো সন্দ অন্ধকার হরে। এক রেতে বিশ্বকর্ম্মা জগন্নাথে গড়ে॥ বলে এক কথা। বলে এক কথা দেখ যথা মান্য মান যে হয়। একবার মর্ত্তে হবে দেখ শুন মহাশয়॥ শুন এক ছেলে। শুন এক ছেলে সবে বলে শুদ্ধ জার গোড়া। এক হনুর পোড়ে মুখ সকল হনুর পোড়া॥ এক পণ্ডিত লয়ে। এক পণ্ডিত লয়ে পাতাল গিয়ে বলিরাজ রহিল। এক দন্ত গণেশের দেখ না সকল॥ দেখ একবার। দেখ একবার চমৎকার বিষ্ণুপদ ধামে। সেই ধামে উৎপত্তি সুরধুনী-নামে॥ শুন এক পাবে। শুন

এক পাবে বলি তবে বাঁশীর বিবরণ। এক পাবে হইল বাঁশী ধরেণ নারায়ণ ॥ জার এক মন। জার এক মন করে সাধন পায় নারায়ণ। এক চন্দনের গন্ধে মহিত করে বন ॥ শুন বলি তবে। শুন বলি তবে এক ভেবে ভবের আশার ফল। বংশে একটি হলেই পাবে এক গণ্ডুষ জল ॥ এক অক্য যথা। এক অক্য যথা দেখ তথা লক্ষ্মীর আগমন। কথায় বলে এক মাণিক শাত রাজার ধন ॥ দেখ জাহ্নুমুনি। দেখ জাহ্নুমুনি মহাত্মা ন মিথ্যা কথা নয়। একগণ্ডুষে পান কৈল গঙ্গাকে নিশ্চয় ॥ একের কত কব। একের কত কব শুন সব এক হয়েছে মোক্ষ। এক রাম নামে ভুত পালায় লক্ষ লক্ষ ॥ একের এত মান। একের এত মান সর্ব্ব স্থান দেছেন ভগবতী। এক ভেবে হইল যোগী দেখ পশুপতি ॥ এক থাকলো নাই। এক থাকলো নাই দেখ ভাই এই কলি ঘোরে। দেখ্য়ে শুনয়ে দিয়ে মহান্ত গেল এইবারে ॥ দেখ বিচক্ষণ দেখ বিচক্ষণ সর্ব্বজন এক বলো জারে। ব্রাহ্মণ কন্যা জননী যে রাষ্ট চরাচরে ॥ তাহা ঘুচ্য়ে দিলে। তাহা ঘুচ্য়ে দিলে দেখ সকলে কথা মিথ্যা নয়। যুক্তি করে গাঁজার জোরে লুট্‌লে মহাশয় ॥ ব্রাহ্মণের নারী। ব্রাহ্মণের নারী হরণ করি মহান্ত পালালো। তারকনাথ থাক্তে কাছে এমন কর্ম্ম হলো। বিচার নাহি করে। বিচার নাহি করে দেখ তারে ওগো মহাশয়। বিপ্রকন্যা জগৎ মান্য জননী

যে হয় ।। আছে পুরাণে গাঁথা । আছে পুরাণে গাঁথা নয় অন্যথা ব্যক্ত চরাচরে । এলোকেশী নামটি তাহার বলে যাই এবারে ॥ তারে হরণ করে । তারে হরণ করে তারকেশ্বরের যুক্তি ভালো ছিলো । যুক্তি পেয়ে মহান্ত যে হরণ করিলো ।। দেখ সেই সতী । দেখ সেই সতী তাহার পতি নবীন দ্বিজ হয় । নিশিভোরে দেখ তারে কাটিল নিশ্চয় ।। স্ত্রীহত্যা হলো । স্ত্রীহত্যা হলো দেখ সকল তারকনাথের কাছে । সেই পাপে চারি জনে দেখ না পড়েছে ।। দেখ সতীর শাপে । দেখ সতীর শাপে মনস্তাপে দুর্দ্দশা ঘটিল । এক জনের জন্য দেখ চারজনে মজিল ।। এ দোষ দিব কার । এ দোষ দিব কার শুন সমাচার বিচার নাহি হয় । তারক নাথ ছেড়ে দেখ মহান্ত পলায় ।। বুঝি বাঁচ্‌বো বলে । বুঝি বাঁচ্‌বো বলে কলিকালে মনে আশা আছে । ব্রহ্মশাপে কোন জন নিস্তার পেয়েছে ।। তাহার দৃষ্ট আছে । তাহার দৃষ্ট আছে নয় মিছে শুন সর্ব্বজন । মহান্তরে ব্রহ্মশাপ ধরেছে এখন ।। জেতে হবে জেলে । জেতে হবে জেলে কোথা পালালে বাঁচিবে এখন । উচিত দণ্ড দিবে তারে কোম্পানি রাজন ।। সবে বলো কালী । সবে বলো কালী মনের কালি ঘুচয়ে মাতা দিবে । আশোর হতে এক্ষণেতে বিদায় হই ভবে ॥

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ।